বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

PROSHIKA–A Centre for Human Develolment

নির্বাহী সম্পাদক

সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী

সম্পাদনা পরিষদ

কামরুল হাসান কামাল, উর্ধ্বতন পরিচালক
শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, সিএফও
শিবু কান্তি দাশ, পরিচালক
মোঃ নূরুল ইসলাম রেণু, উপ-পরিচালক

ছবি সরবরাহ

মোঃ আহাদ উল্লাহ, সহকারী পরিচালক

আইটি সাপোর্ট

মোঃ ইদ্রিস হোসেন
সহকারী পরিচালক (ডকুমেন্টেশন)
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ
ও
মোঃ আলাউদ্দিন ভুইয়া
কম্পিউটার অপারেটর (ডকুমেন্টশন)
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

প্রকাশক

© প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রধান কার্যালয়

বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : +৮৮০ ১৮৮৮০০০২৮৫- ৬
ওয়েব : www.proshikabd.com
ই-মেইল : pmuk@proshikabd.com
proshika.muk.acfhd@gmail.com

অভীষ্ট লক্ষ্য (Vision)

প্রশিকা এমন একটি সমাজ চায়, যা হবে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল ও ন্যায়সম্মত, সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশগতভাবে নির্মল এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক।

ব্রত (Mission)

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি নিবিড়, সম্প্রসারিত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- কাঠামোগত দারিদ্র্য বিমোচন
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনর্সৃজন
- নারীর অবস্থার উন্নয়ন
- রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এবং
- সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ।

জেনারেল বডির বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

রোকেয়া ইসলাম
চেয়ারম্যান, গভার্নিং বডি

আমি প্রথমেই আনন্দ প্রকাশ করছি এ জেনে যে, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অত্যন্ত সফলভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিকা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে নিরলসভাবে নিয়োজিত রেখেছে। তারই ফল স্বরূপ, দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নারী ও পুরুষ সদস্য আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন- যা বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার জানা আছে যে, প্রশিকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক ইস্যু বিশেষত: নারীর ক্ষমতায়ন, মাদকাসক্তি নির্মূল করা, যুব সম্প্রদায়ের মনন গঠন, পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ, কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং এ কর্মসূচির অগ্রগতির মাত্রাও প্রশংসনীয়।

প্রশিকার মজবুত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পরিচালনা কৌশল ও কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, প্রশিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও পরিচালন প্রক্রিয়া সময়োপযোগী ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয়েছে। উন্নয়নে সন্তুষ্টির স্থান খুবই কম। কারণ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রতিনিয়ত সময়, শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। তাদের উন্নয়নে সহযোদ্ধা হয়ে আত্মনিয়োগ করতে হয়। তাই উন্নয়নের চলমান ধারায় প্রশিকা তার নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার যে নীতিমালা অনুসরণ করছে, এ বারের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত সাফল্যের ক্ষেত্রগুলি তার স্বাক্ষ্য দেয়।

আমি প্রশিকার বর্তমান ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা ও সর্বস্তরের কর্মীরা সাফল্য অর্জন পূর্বক দেশের উন্নয়নে যে অবদান রেখেছেন এজন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, আগামী বছরগুলোতেও এ সাফল্যের ধারা বজায় থাকবে -এ আশা করি।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

রোকেয়া ইসলাম

প্রধান নির্বাহীর শুভেচ্ছা বক্তব্য

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী

প্রশিকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কর্মসূচির প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের নিরলস প্রয়াসে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরিভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। প্রশিকা অগ্রসর মান ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের দরিদ্র নারী-পুরুষ, যুব ও কিশোর-কিশোরীদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে যে, ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে- তা এ বছরের অর্জনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা এ অর্থ বছরে আরও অধিক মাত্রায় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতাম যদি কোভিড-১৯ এর অতিমারীর কারণে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করতে না হতো। যা হোক, প্রশিকার কর্মীরা অনুপ্রেরণা ও সাহস ধারণ করে এরকম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছেন সেজন্য তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

একই সাথে বেদনার কথা এই যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিকার চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট আবদুল ওয়াদুদ ও প্রশিকার উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল হক মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাদেরকে হারিয়ে বেদনাহত হয়েছি- কিন্তু তাদেরকে হারানোর শোক ও বেদনাকে আমরা শক্তিতে রূপান্তরের চেষ্টা করেছি এবং উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। প্রশিকার এ বছরের সাফল্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে। আমরা উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্রতী বিধায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের যে অঙ্গীকার তা থেকে সরে আসবো না। কেননা প্রশিকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, নানা ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা প্রশিকার সাংগঠনিক বিকাশ সাধন ও অধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে আনার পাশাপাশি এ বছর ৬৬টি নতুন শাখা বৃদ্ধি করাসহ ২০৭ জন নতুন কর্মী নিয়োগ করেছি।

এ অর্থ বছরে যে মাত্রায় সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার কৃতিত্বের দাবিদার প্রশিকার সকল কর্মীবৃন্দ। আমি আশা করি, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে এ বছর যেটুকু ঘাটতি হয়েছে, তা আগামী অর্থ বছরে অর্জন করতে সক্ষম হবো। আমার বিশ্বাস পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে নির্ধারিত লক্ষমাত্রার চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারবো। দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিক মাত্রায় সেবা পাবেন। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

সবশেষে সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিরাজুল ইসলাম

গভার্নিং বডি (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০২১)

১.	মিজ রোকেয়া ইসলাম, কবি ও সাহিত্যিক	চেয়ারম্যান
২.	জনাব জহিরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩.	মিজ রফিকা আক্তার, সমাজকর্মী	কোষাধ্যক্ষ
৪.	জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন, তৃণমূল জনসংগঠন নেতা	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ ইয়াকুব মিয়া, তৃণমূল জনসংগঠন নেতা	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ আবুল বাশার, স্কাউট সংগঠক	সদস্য ও
৭.	জনাব সিরাজুল ইসলাম, উন্নয়ন কর্মী	সচিব ও প্রধান নির্বাহী

জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১. মিজ রোকেয়া ইসলাম, কবি ও সাহিত্যিক
২. জনাব জহিরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা
৩. জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন, সমাজ কর্মী
৪. জনাব মোঃ ইয়াকুব মিয়া, তৃণমূল জনসংগঠন নেতা
৫. জনাব মোঃ আবুল বাশার, স্কাউট সংগঠক
৬. জনাব আব্দুল মতিন, পরিচালক, সজাগ
৭. অ্যাডভোকেট মোঃ নুরুল ইসলাম মাতুব্বর, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
৮. মিজ রফিকা আক্তার, সমাজকর্মী
৯. জনাব মোঃ আবদুল খালেক তালুকদার, অধ্যাপক
১০. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, জি.এম, সমরিতা হাসপাতাল
১১. মিজ গুলশান আরা বেগম, অধ্যাপক
১২. অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কাশেম
১৩. মিজ রেনুকা বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক, জাগরণী সংস্থা
১৪. মিজ হামিদা বেগম, তৃণমূল জনসংগঠন নেত্রী
১৫. মিজ বেলা ভক্ত, তৃণমূল জনসংগঠন নেত্রী
১৬. জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৃণমূল জনসংগঠন নেতা
১৭. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, তৃণমূল জনসংগঠন নেতা ও
১৮. মিজ মঞ্জুয়ারা বেগম, তৃণমূল জনসংগঠন নেত্রী।

সূচিপত্র

এক নজরে প্রশিকা ---------- ০৭
১. ভূমিকা ---------- ০৮
২. প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ---------- ০৯
৩. সংগঠন বিনির্মাণ ---------- ০৯
৩.১. উন্নয়ন/কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ ---------- ০৯
৪. আর্থিক সেবা কর্মসূচি ---------- ০৯
৪.১ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ---------- ০৯
৪.২ প্রশিকা সঞ্চয় কার্যক্রম ---------- ১০
৪.৩ ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি ---------- ১১
৪.৪ আর্থিক সেবা ঝুঁকি কার্যক্রম (ঋণ বীমা) ---------- ১৩
৫. আয়মূলক কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ ---------- ১৩
৫.১ মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি ---------- ১৩
৫.২ সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ---------- ১৩
৫.৩ সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর ---------- ১৫
৫.৪ প্রশিকা কার্প হ্যাচারী ---------- ১৫
৫.৫ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ ---------- ১৫
৬. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ---------- ১৬
৬.১ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ---------- ১৬
৬.২ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ---------- ১৬
৬.৩ মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ---------- ১৮
৬.৪ গণসংস্কৃতি কর্মসূচি ---------- ১৯
৬.৫ আইনী সহায়তা কর্মসূচি ---------- ১৯
৬.৬ প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি ---------- ১৯
৬.৭ সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা ---------- ২০
৬.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ---------- ২০
৭. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ ---------- ২১
৭.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ ---------- ২১
৭.২ এস্টেট ও স্টোর বিভাগ ---------- ২২
৭.৩ অডিট ও মনিটরিং বিভাগ ---------- ২২
৭.৪ মানবসম্পদ বিভাগ ---------- ২২
৭.৫ তথ্য, নথি ও গণসংযোগ বিভাগ ---------- ২৩
৭.৬ সাধারণ প্রশাসন ---------- ২৩
৮. প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব ---------- ২৪
৯. অন্যান্য বাস্তবায়িত কার্যক্রম ---------- ২৪
৯.১ বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন ---------- ২৪
৯.২ বার্ষিক অডিট সম্পন্নকরণ ---------- ২৪
৯.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন ---------- ২৫
৯.৩.১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ---------- ২৫
৯.৩.২ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস উদযাপন ---------- ২৫
৯.৪ গভার্নিং বডি / জেনারেল বডির সভা আয়োজন ---------- ২৫
৯.৫ কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন সম্পর্কিত তথ্য বিস্তার ---------- ২৬
১০. সংযুক্তি ---------- ২৭
১০.১ মানচিত্রে প্রশিকার কর্মএলাকা ---------- ২৭
১০.২ প্রশিকার বর্তমান কার্যক্রমে চলমান উন্নয়ন এলাকার তালিকা ---------- ২৮
১০.৩ সীড ট্রাস্ট-এর অফিসসমূহ ---------- ৩৭
১০.৪ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভিন্ন স্থাপনার ঠিকানা ---------- ৩৮
১০.৫ অডিট রিপোর্ট (অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯) ---------- ৪২

এক নজরে প্রশিকা

(জুন ৩০, ২০২০)

সংগঠনের নাম	:	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৯৭৬ সাল
বর্তমান ঠিকানা	:	বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং : ২১৩-২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা) জনতা হাউজিং, শাহআলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য	:	

১। জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিবন্ধন নং : $\frac{S\text{-}563}{23}$

নিবন্ধনের তারিখ : ০১.১০.১৯৭৬

২। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিবন্ধন নং : ১৪৯

তারিখ : ০৬.০৭.১৯৮৩

৩। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)
বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা

সনদ নং : ০০১৫২-০৩-১৩৫-০০৬০০

তারিখ : ১০.১০.২০১১

৪। জাতীয় বীজ বোর্ড/বীজ উইং, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেজি: নং : SW / MoA / 31120

তারিখ : ৩০.১০.২০১৮

৫। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা) কর্তৃক নিবন্ধন

নিবন্ধন নং : ডি এন সি-০২

তারিখ : ২৩.১০.২০১৯

কর্মএলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
উন্নয়ন এলাকা	:	১২০টি
শাখা কার্যালয়	:	১৯১টি
উপজেলা	:	২৬৬টি
জেলা	:	৫৪টি
সমিতির সংখ্যা	:	১৭,৬৭৮টি (নারী ১৩,১৯৭, পুরুষ ৪,৪৮১)
সমিতির সদস্য সংখ্যা	:	৩,১১,৯৭৬ জন (নারী ২,২৯,২৬৩ জন, পুরুষ ৮২,৭১৩ জন)
ঋণ বিতরণ (২০১৯-২০২০)	:	৪৮৪.৩৩ কোটি টাকা প্রায়
মোট ঋণ স্থিতি (জুন-২০২০)	:	৩৪১.৪৬ কোটি টাকা
সদস্যদের মোট সঞ্চয় স্থিতি	:	৩৪৮.৯২ কোটি টাকা
আয় (২০১৯-২০২০)	:	৬২.৩৬ কোটি টাকা
ব্যয় (২০১৯-২০২০)	:	৫৯.৬৫ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় কর্মীর সংখ্যা	:	১০৮ জন (নারী ৯, পুরুষ ৯৯,)
উন্নয়ন এলাকার কর্মীর সংখ্যা	:	১৩৪০ জন (নারী ৫২২, পুরুষ ৮১৮)
মোট কর্মী	:	১৪৪৮ জন (নারী ৫৩১, পুরুষ ৯১৭)

১. ভূমিকা

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্র মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার লাভে সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।

উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও সাংগঠনিক বিকাশের একট পর্যায়ে এসে নেতৃত্বের বিভ্রান্তি ফলে প্রশিকার উন্নয়ন দারুন ভাবে ব্যাহত হয়। নানাবিধ সংকট অতিক্রম করে প্রশিকার বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রশিকাকে একটি যুগোপযোগী ধারায় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। প্রশিকার সকল স্তরের কর্মী ও ব্যবস্থাপকের উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশিকার প্রতি অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রশিকা উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

আজ প্রশিকা একটি নির্দিষ্ট মাইলস্টোনে এসে উপনীত হয়েছে। সাংগঠনিক সংস্কার, প্রশিকার অস্তিত্ব সংহত করা, দারিদ্র বিমোচনে সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার জন্য কাজ করছে। দিশাহীন প্রশিকাকে একটি সুস্থির অবস্থানে আনার নিমিত্তে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেটি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি অনেকগুলি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একটি সুষম সাংগঠনিক কাঠামো ও নীতিমালা সংশোধন ও প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশিকাকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপদানের জন্য বর্তমান কর্তৃপক্ষ নিরলস চেষ্টা করছেন।

স্বচ্ছ জবাবদিহিতামূলক, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতিমালা এবং কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিকা এখন পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রশিকা কর্তৃপক্ষ নিরাপদ কর্ম পরিবেশ গড়ে তোলা, উপযুক্ত কর্মীকে উপযুক্ত স্থানে বসানো ও কাজে নিযুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে কর্মীদের মানসিক সন্তুষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে কাজের প্রতি কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই প্রকাশ ঘটেছে ২০১৯-২০২০ সালে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিমানগত ও গুণগত অর্জিত মানের মধ্যে। সামগ্রিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, সুযোগ ও সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিবেচনা নিয়ে উপযুক্ত কৌশল কাজে প্রয়োগ করে এবারের বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। যার বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশিকা শুধু দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করে সন্তুষ্ট নয়। নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্র মানুষের নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব, উন্নত ও সৃজনশীল যুব সম্প্রদায় গড়ে তোলা, মানুষকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখা, প্রতিবন্ধি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগকালীন মানুষকে সহায়তা প্রদান-এসব কাজেও যথেষ্ট যত্নশীল। এ অর্থে, প্রশিকা দুই মুখী কৌশলের ভিত্তিতে উন্নয়নের কাজ করছে। যাকে প্রশিকা সামগ্রিক তথা সমন্বিত উন্নয়ন নামে অভিহিত করে। প্রশিকা তার কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের পাশাপাশি দেশে সচেতন ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে। প্রশিকা আজ অসংখ্য দরিদ্র লোকের আত্মকর্মসংস্থান ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীর কর্মক্ষেত্র লাভের একটি প্রসংশনীয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে।

২. প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রশিকা একটি নমনীয় ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কার্যক্রম কার্যকর ও ফলদায়কভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কাঠামোর সর্বোচ্চ পদে আছেন প্রধান নির্বাহী। তার তত্ত্বাবধানে ১২ জন পরিচালক কাজ করেন। এ স্তরটি উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। এর পরের স্তরে আছে উপ-পরিচালক (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক/ বিভাগ বা কর্মসূচি প্রধান)। এ স্তরটি মধ্যম সারির ব্যবস্থাপনা স্তর হিসাবে কাজ করে। অপর স্তরটি হলো সম্মুখ সারির ব্যবস্থাপনা। এ স্তরের ব্যবস্থাপকগণ হলেন জোনাল ম্যানেজার (জেড.এম) এলাকা ব্যবস্থাপক (এ.এম) ও শাখা ব্যবস্থাপক (বি.এম)। এদের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও অপরাপর সহায়ক বিভাগের কর্মীগণ কাজ করেন।

৩. সংগঠন বিনির্মাণ ও কর্মএলাকা সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিকার কার্যক্রমের ভূমিকা দেশব্যাপী স্বীকৃত। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রশিকা দেশের দরিদ্র নারী, পুরুষ, হতদরিদ্র ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। দরিদ্র মানুষের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি গঠনের জন্য একতাবদ্ধ হওয়া তথা সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রমের কোনো বিকল্প নেই। সতেনতা বৃদ্ধি ও নিজেদের সক্ষমতার সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দরিদ্রদের একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা-এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ ভাবনার ভিত্তিতে প্রশিকা দরিদ্র নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে তুলেছে। ২০১৯-২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রশিকা সংগঠিত মোট সমিতির সংখ্যা ১৭৬৭৮টি। তার মধ্যে পুরুষ সমিতি ৪৪৮১ এবং নারী সমিতি ১৩১৯৭টি। পুরুষ সমিতির সদস্য সংখ্যা ২২৯২৬৩ জন এবং নারী সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩১১৯৭৬ জন। সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৫৪১২৩৯ জন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিকা থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ৪৮৪.৩৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা নিয়েছেন।

বেশি সংখ্যক মানুষকে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করতে হলে বেশি এলাকা কর্মএলাকাভুক্ত করতে হবে। প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রম ও তার পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীতিমালা অনুযায়ী নতুন অঞ্চল/উপজেলা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। এতে সাংগঠনিক বিস্তার, সেবার পরিমাণ, সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিকার প্রশাসনিক কাঠামোর বিস্তার হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট উন্নয়ন এলাকার সংখ্যা ছিল ৮৯টি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২০টি। শাখা অফিস ১৯১টি, মোট উপজেলা ২৬৬টি ও ৫৪টি জেলায় প্রশিকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উন্নয়নের সুফল ও অন্যান্য পরিসেবা মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর লক্ষ্যে পুরনো বৃহৎ পরিধির উন্নয়ন এলাকা ভেঙে একাধিক উন্নয়ন এলাকায় রূপান্তর করা হচ্ছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন উপজেলায় নতুন উন্নয়ন এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে। উন্নয়ন এলাকার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে প্রশিকার উন্নয়ন সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনা।

৩.১ উন্নয়ন এলাকা সম্প্রসারণ

উন্নয়ন এলাকা সম্প্রসারণ একটি অতি জরুরী কৌশল, এর মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হয়। প্রশিকার উন্নয়ন আদর্শ হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো। প্রশিকার কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৪শ’ ৬৮টি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫ হাজার ৩শ’ ৯৪টি নারী সমিতি এবং ৩৫ হাজার ৭৪টি পুরুষ সমিতি।

৪. আর্থিক সেবা কর্মসূচি

প্রশিকার কর্মসূচিগুলোর মধ্যে আর্থিক সেবা কর্মসূচি অন্যতম। এ কর্মসূচির মোট ৬টি কার্যক্রম আছে। এ কার্যক্রমগুলোর উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন ও উন্নত জীবনযাত্র নিশ্চিত করা। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, দরিদ্র জনগোষ্ঠির আত্মকর্মসংস্থান তৈরী, ব্যবসার প্রসার, সঞ্চয় করা, কৃষি ও অকৃষি খাতের বিকাশ ঘটানো, পুরুষ সদস্যের উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করা এবং নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা।

আর্থিক সেবা কর্মসূচির কার্যক্রমগুলি হলো:

৪.১ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

৪.২ প্রশিকা সঞ্চয় কার্যক্রম

৪.৩ ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

৪.৪ আর্থিক সেবা ঝুঁকি কার্যক্রম

৪.১ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

প্রশিকার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সাধারণতঃ উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন হাঁস-মুরগী ও পশু প্রতিপালন, শষ্য উৎপাদন, সবজি উৎপাদন, মাছ চাষ, সামাজিক বনায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ও জৈবসার তৈরী। এছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমেরর বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত কর্মশালায়। এ কর্মশালায় উন্নয়ন এলাকার ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপগণ অংশগ্রহণ করেন। তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে গুরুত্ব সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উন্নয়ন এলাকার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় সকল ক্ষেত্রে ৯৫% এর বেশি অর্জন হয়েছে।

স্বপ্নজয়ী নারী তুতুল রাণীর গল্প

তুতুল রাণী। উদাহরণ দেয়ার মতো এক নাম। চট্টগ্রাম মহানগরীর পাহাড়তলী, বাচামিয়া রোডের সনাইপাড়া গ্রামে স্বামী নিখিল সাহা ও দুই মেয়ে নিয়ে তার ছোট সংসার। সংসারে অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী। স্বামী নানা সময়ে নানান ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন। তার অল্প আয়ে সংসারের ব্যয় বহন করা খুবই কঠিন ছিল। তাই তার স্বপ্ন ছিল যে কোন না কোন কাজের মাধ্যমে সংসারের অভাব দূর করবেন। সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তুতুল রাণী পাশের বাড়ীতে প্রশিকার মুক্ত আকাশ নামে মহিলা সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে (কাপড় ক্রয় ও বিক্রয়) ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। বর্তমানে তিনি ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়েছেন। এবং মহল্লায় মহল্লায় কাপড় বিক্রি না করে মেইন রোডের পাশে নন্দিনী বুটিকস্ নামে দোকান দিয়ে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করছেন। ব্যবসার আয় থেকে সাংসারিক ব্যয় ও মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ মিটিয়ে নিয়মিত প্রশিকার ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন। তুতুল রাণীর স্বপ্ন, তিনি তার বুটিক ব্যবসা আরও অনেক বড় করবেন এবং উক্ত ব্যবসার মাধ্যমে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সমাজে বেকারত্ব মোচনে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবেন।

তুতুল রাণীর নন্দিনী বুটিকস্, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

তুতুল রাণী বলেন, প্রশিকা তার সাহস ও প্রেরনার উৎস। ব্যবসা করে তিনি সাহসী হয়েছেন এবং পারিবারিক, ব্যবসায়িক বিষয়ে পরিকল্পনা করতে শেখার পাশাপাশি মানুষের সাথে চলাফেরা, কথাবার্তায় পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন হয়েছেন।

পরিশেষে তুতুল রাণী বলেন, তিনি ও তার পরিবার প্রশিকার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং প্রশিকার সাথে যুক্ত থাকবেন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা ও অর্জনের চিত্র

ক্র.নং	বিবরণ	২০১৯-২০২০ লক্ষ্যমাত্রা/পরিকল্পনা	২০১৯-২০২০ অর্জন	অর্জনের হার (%)
১.	সক্রিয় সদস্য	৩৩৬৯৩৪	৩১১৯৭৬	৯২.৫৯ %
২.	এলাকা সম্প্রসারণ	২০	২০	১০০ %
৩.	শাখা সম্প্রসারণ	৭৫	৬৬	৮৮ %
৪.	ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)	৩৬৩.৩৬	৩৪১.৩৬	৯৩.৯৫ %
৫.	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৪৯৪.৮৮	৪৮৪.৩৩	৯৭.৮৭ %
৬.	সঞ্চয় আদায় (কোটি টাকা)	১৪১.৯২	১৬৯.০৯	১১৯.১৪ %
৭.	আয় (কোটি টাকা)	৬৪.৩২	৬২.৩৬	৯৬.৯৫ %
৮.	ব্যয় (কোটি টাকা)	৫৭.১২	৬১.৯৫	১০৮.৪৬ %

ক্র.নং	বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের চিত্র	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চিত্র
১.	ওটি আর (OTR)	৮৯ %	৯৯ %
২.	সদস্য: ঋণী (%)	৭৯ %	৮৬ %
৩.	কর্মী: ঋণী সদস্য	৩৬২	৪১৭
৪.	ঋণ স্থিতি	৫০.২৭	৪৪.৬৭
৫.	কর্মী: সঞ্চয় স্থিতি (লক্ষ টাকা)	৫১.৫৭	৪৪.৪৪
৬.	সঞ্চয়: ঋণ স্থিতি (%)	৯৭ %	১০১ %

৪.২ প্রশিকা সঞ্চয় কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সারা বছর কর্মসংস্থান থাকে না। নানাবিধ পারিবারিক সমস্যা, জীবিকা নির্বাহ, অসুস্থ্যতা ও চিকিৎসার জন্য বাড়তি অর্থ জমা থাকে না। এ সব সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদ বা অগ্রিম শ্রম বিক্রি যাতে না করতে হয় তার নিমিত্তে প্রশিকা তার সংগঠিত সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় করার জন্য 'প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম' নামে এ কার্যক্রম চালু করেছে।

এ স্কীমের অধীনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৬৯.০৯ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা করেছেন। ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট সঞ্চয় স্থিতি ৩৫০.২১ কোটি টাকা। সঞ্চয় জমাকারী সদস্য সংখ্যা ৩,১১,৯৭৬ জন।

৪.২.১ প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম (নিয়মিত)

এ স্কীম হলো সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় জমাদান কার্যক্রম। এ স্কীমে প্রতি সদস্য প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত পরিমান সঞ্চয় নিয়মিত জমা করে। গ্রামাঞ্চলে প্রতি সদস্য নূন্যতম ৫০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে নূন্যতম ১০০ টাকা। এ অর্থবছরে এ স্কীমে মোট ৭৬.০৮ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা করা হয়েছে।

৪.২.২ অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম

এ সঞ্চয় কার্যক্রমে সমিতির সদস্যগণ প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২ শত টাকা স্বেচ্ছায় জমা করতে পারেন। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়া, তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান, জমি ক্রয়, বাড়ি তৈরী ও আইনী সহায়তা প্রদান করা। এ অর্থবছরে এ খাতে মোট ২৯.৬৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

৪.২.৩ মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম

সমিতির সদস্যগণ নিয়মিত সঞ্চয় জমা করার পাশাপাশি তাদের উদ্বৃত্ত টাকা এ স্কীমে এককভাবে এককালীন 'মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম' এ জমা রাখতে পারে। এ অর্থবছরে এ স্কীমে ৯.৬৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

৪.২.৪ বিশেষ সঞ্চয় স্কীম

সমিতির সদস্যদের ঋণ চাহিদা পূরণ ও সঞ্চিত অর্থের সুবিধা প্রদানের জন্য এ স্কীমটি চালু করা হয়। এ স্কীমের আওতায় সদস্যগণ স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট পরিমান টাকা সঞ্চয় করলে প্রতিমাসে তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৩.৭২ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

৪.২.৫ সদস্যদের সঞ্চয় ফেরত

সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন আর্থিক সেবা কর্মসূচির একটি চলমান প্রক্রিয়া। সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক খরচের আর্থিক যোগানের প্রয়োজনে সঞ্চয় উত্তোলন করে থাকে এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এ অর্থবছরে সঞ্চয়ের লভ্যাংশসহ মোট ৮৫.৭৫ কোটি টাকা সঞ্চয় ফেরত দেওয়া হয়েছে।

৪.৩ ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকার এ কর্মসূচি থেকে সমিতির যেসব সদস্য অধিকতর আর্থিক সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তাদের ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প, কারিগরি কারখানা ও কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ প্রদান করছে।

২০২০ সালের জুন অবধি প্রশিকা সীড ট্রাস্ট ০৬ টি এরিয়া অফিসের আওতায় ৪৩৯ টি প্রকল্পে প্রায় মোট ৫.৭০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে আর্থিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

রেনুকা চাকমার স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

রেনুকা চাকমা ঘরে বসে নিজ হাতে বিভিন্ন রকম খাবার তৈরী করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। এসব খাবারের মধ্যে গজা, নিমকি, সিঙ্গারাসহ বিভিন্ন ধরনের পিঠা ছিল অন্যতম। প্রতিদিন ৫০০/৬০০ টাকার খাবার বিক্রি হলেও আয় হতো খুবই কম। তা দিয়ে সংসার চালানো তার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। রাঙ্গামাটি উন্নয়ন এলাকার কল্যাণপুরের টি.টি.সি এলাকার বাসিন্দা রেনুকা চাকমা। বয়স- ৩৫ বছর। আদিবাসী অন্যান্য নারীদের মতো তিনিও খুবই পরিশ্রমী এবং স্বাধীনচেতা। ১৯৯৮ সালে নিজে কিছু করার ইচ্ছা নিয়ে প্রশিকা সংগঠিত প্রাথমিক সমিতিতে যুক্ত হন। সমিতির নাম মিতালী মানো সমিতি। কোড নং-২৭৫। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত সভা-সঞ্চয় করে চলেছেন। তিনি প্রথমে ১০,০০০/- (দশ হাজার) ঋণ গ্রহণ করে বাবার হাতে দেন। বাবাই ঋণ পরিশোধ করেন। এরপর স্বামীর হাতে ঋণের টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তিনি সবসময় নিজে কিছু করতে চাইতেন। এরপর মনস্থির করলেন তিনি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। সেই মোতাবেক রেনুকা প্রশিকা থেকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং আগে সঞ্চিত টাকা ও প্রশিকা থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি চিবুং স্টোর নামে একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ সাত বছর তিনি নিজ নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন। দিনে দিনে তার ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে রেনুকা চাকমা আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকেন। এরপরও তিনি প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে দোকানে বিনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে তার দোকান থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০০০-২৫০০ টাকা আয় হয়। তিনি এখন সংসারের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারেন। এরই মধ্যে তিনি ১০ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন। সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারছেন ও নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করছেন। রেনুকা চাকমা প্রশিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রশিকার সাথে যুক্ত থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রেনুকা চাকমার মুদি দোকান, রাঙ্গামাটি।

৪.৪ আর্থিক সেবা ঝুঁকি কার্যক্রম (ঋণ বীমা)

আর্থিক সেবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিলের ব্যবহার দলীয় সদস্যদের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে ঝুঁকি কমানোর জন্য আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল ও সদস্য কল্যাণ তহবিলে গ্রহণকৃত ঋণের ১% হারে ৪.৪১ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। এ অর্থবছরে মোট ১.৮৬ কোটি টাকা এ তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছে।

৫. আয়মূলক কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ

৫.১ মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি

এটি প্রশিকার আর্থিক প্রকল্প। দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের বেশ ভূমিকা আছে। এটি একটি সহজ ও কম পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে একটি জনপ্রিয় কার্যক্রম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির পারফরমেন্স সন্তোষজনক হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির দুটি দিক রয়েছে। (১) প্রশিকার দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে মধু উৎপাদন ও (২) বাইরের চাষীদের কাছ থেকে মধু ক্রয়। এ অর্থবছরে সরিষার মধু, লিচুর মধু ও কালোজিরা আর ধনিয়ার ফুল থেকে সংগৃহীত মধু বিক্রি করে ১০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা উপার্জন হয়েছে। প্রশিকার আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি ভাল ভূমিকা পালন করে।

মৌ-খামারে মধু উৎপাদনের চিত্র

৫.২ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

এ খামারটি প্রশিকার আয়মূলক উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম ইউনিট। এ খামারে যে সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলি হলো প্রধানতঃ মুরগীর ডিম উৎপাদন, মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন এবং ব্রয়লার মুরগী প্রতিপালন। খামারটি মোট ১৯.০৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে মুরগী প্রতিপালনের জন্য রয়েছে ০৫ টি বৃহৎ সেড, একটি বড় আয়তনের পুকুর, অফিস ও কর্মীদের থাকার জন্য আবাসন ঘর। পুরো খামারটি বিদ্যুত শক্তি দ্বারা চালিত হয়। এ খামারের সবকটি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১৪ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে।

সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম এর উৎপাদনের চিত্র

বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ খামার থেকে বিভিন্ন খাত যেমনঃ ডিম বিক্রি, মুরগী বিক্রি, গাছ বিক্রি ইত্যাদি থেকে মোট ৩,৬০,১৪,১৭৭ (তিন কোটি ষাট লাখ চৌদ্দ হাজার একশত সাতাত্তর টাকা) উপার্জিত হয়েছে আর ব্যয় হয়েছে ৩,৫৫,৭৩,৩২০ (তিন কোটি পঁঞ্চান্ন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত বিশ টাকা)। বাকি টাকা নীট লাভ হয়েছে। উল্লেখ্য, এ খামারটিকে উৎপাদনমূখী পর্যায়ে উপনীত করতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি অনেক সামাজিক ও সাংগঠনিক সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কার্যকর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলে খামারটি ক্রমশঃ উৎপাদনশীল ও স্থায়ীত্বশীলতার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

মনোয়ারা বেগমের দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ

মনোয়ারা বেগম। স্বামী তসলিম সরদার, গ্রাম: ফরিদপুর, জেলা+উপজেলা: নাটোর। তার ১ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ মোট ৫ সদস্যের অতি দরিদ্র পরিবার। স্বামী দিন মজুর। এক দিন কাজ পেলে আর এক দিন কাজ পায় না । অভাব অনটন তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী।

মনোয়ারা বেগমের সমন্বিত কৃষি খামার, নাটোর

প্রায় ২০ বছর পূর্বে প্রশিকার একজন উন্নয়ন কর্মীর সাথে তার পারিবারের আর্থিক সমস্যা নিয়ে কথা হয় এবং পরে কর্মীর সহযোগিতায় ভরসা নামে মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ৫ টাকা হারে সঞ্চয় এবং সমিতির সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। প্রায় এক বছর সঞ্চয় করার পর প্রথমে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে বাড়ীর পাশে ১২ শতাংশ জমি লীজ নেন এবং সে জমিতে পরিকল্পিতভাবে শাক-সবজি চাষ করেন। পাশাপাশি অন্যের জমি লীজ নিয়ে বর্গা চাষ করতে থাকেন। উৎপাদিত সবজি থেকে তার সংসারের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত শাক-সবজি বিক্রি করেন। এই কাজে তিনি আর্থিকভাবে উপকৃত হন এবং নিয়মিত প্রশিকার ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আবার ঋণ নিয়ে কৃষি জমির আয়তন বর্ধিত করেন। এবার প্রথমে ছাগল ও পরে গাভী ক্রয় করেন। গাভীর দুধ ও জমির শাক-সবজি এবং অন্যান্য রবিশস্য বিক্রয় করে তার পরিবারের চাহিদা পূরণ করেন। প্রশিকা থেকে প্রথমে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) ঋণ গ্রহণ করা সদস্য বর্তমানে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) ঋণ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদ, গাভী ও ছাগল পালন অর্থাৎ সমন্বিত কৃষি কাজের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অভাব মোচনের মাধ্যমে স্বচ্ছল অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন। তিনি বাঁশ ও বেঁতের ঘর বদলিয়ে এখন আধা পাকা টিনের ঘর তৈরী করেছেন।

এক সময় মনোয়ারা বেগম কষ্টে, অনাহারে, অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি কষ্টের জীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তারপর বলেন, প্রশিকার সমিতির সদস্য এবং উন্নয়ন কর্মীগণ নানা পরামর্শ দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, প্রশিকার মাধ্যমে সঞ্চয় করে ও ঋণ নিয়ে একদিকে তার অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে অপরদিকে সমিতির সভায় অংশগ্রহণ করে সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। ফলে সমাজের মানুষ তাকে পূর্বের তুলনায় এখন সমীহের চোখে দেখে।

মনোয়ারা বেগম বলেন, তিনি তার অতীতের কষ্ট ভুলে গেছেন। তার কষ্টের জীবন প্রশিকার প্রচেষ্টায় অবসান হয়েছে। তাই তিনি এবং তার পরিবার প্রশিকার কাছে কৃতজ্ঞ।

৫.৩ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর

রংপুর সমন্বিত কৃষি খামার প্রশিকার আয়মূলক খামারের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এখানে মোট জমির পরিমাণ ৩৮ একর। এ জমির একটি বড় অংশে কৃষি ফসল চাষ এবং ৯ একর জমির উপর পোলট্রি সেড ও চাতাল, ২.৫ একরের উপর ২ টি পুকুর ও ২.৫ একর জমিতে আবাসিক ভবন, অফিস ভবন ও হ্যাচিং ঘর রয়েছে।

ছবি : বীজ আলু সংগ্রহ

ছবি : লালশাক চাষ

সমন্বিত কৃষি খামার এর উৎপাদনমূলক চিত্র

বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আলু বীজ, গম বীজ, ভূট্টা, তরমুজ, সবজি, পোলট্রি, মুরগী পালন ও মাছ চাষ করা হয়েছে। সকল ধরনের ব্যায় মিটিয়ে এ খামারের মোট আয় হয়েছে ৫০,০৯,৭৪৬ (পঁঞ্চাশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত ছেচল্লিশ) টাকা ও ব্যয় হয়েছে ৪৮,২৩,২৮৮ (আটচল্লিশ লক্ষ তেঁইশ হাজার দুইশত আটাশি) টাকা। খরচ বাদ দিয়ে নগদ উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমান ১,৮৬,৪৫৮ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত আটান্ন) টাকা। সংরক্ষিত আলুবীজ ও ভুট্টা বিক্রি করে সম্ভাব্য আয়ের পরিমান ধরা হয়েছে ২০,৭১,০০০ (বিশ লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা। সার্বিক অর্থ লাভের বিবেচনায় খামারটি প্রশিকার একটি বড় আয়ের উৎস। আগামীতে এ খামারের উৎপাদনের মাত্রা ও পরিমান বৃদ্ধি পাবে।

৫.৪ প্রশিকা কার্প হাচারী, মিঠাপুকুর, রংপুর

এ হ্যাচারীটিও রংপুরের জেলার মিঠাপুকুর এ অবস্থিত। এ হ্যাচারীর জমির পরিমাণ ৭.৯৮ একর। এখানে মোট ১২টি পুকুর আছে যার আয়তন ৪.৮০ একর। অবশিষ্ট জমি পুকুরপাড়, অনাবাদি জমি ও অফিস ভবনের জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, এছাড়াও এসব স্থানে নানা ধরনের ফসল, ফল-মূলের চাষ করা হয় । যেমনঃ মাছ চাষ, আম, কাঁঠাল, লেবু, পেঁপে, শিম, কুমড়া, উত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য হ্যাচারী, রংপুর

বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ হ্যাচারী থেকে মোট লাভ হয় যথাক্রমে মাছ বিক্রি থেকে ৭,১৩,০৯৬ টাকা, ফলমূল বিক্রি থেকে ১৮,৮৩০ টাকা, শাক-সবজি বিক্রি থেকে ৫,০৭০ টাকা, ফিস ফিড এর বস্তা বিক্রি থেকে ১,৩৫০ টাকা, ফলমূল বিক্রি করে ১৮,০০০ টাকা আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, এ হ্যাচারীটি লাভজনক করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৫ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ময়মনসিংহ RHRDC)

এ কেন্দ্রটিতে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, ভেন্যু, আবাসিক ভবনরূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর সেবাসমূহ বাহিরের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা তাদের কার্যক্রমের জন্য ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করে। এভাবে কেন্দ্রটি অর্থ উপার্জন পূর্বক সেখানকার সকল স্তরের কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান ও পরিচালন ব্যয় বহন করে।

RHRDC ময়মনসিংহ কেন্দ্রে চলমান প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উক্ত কেন্দ্রটির বিভিন্ন খাতে আয়ের লক্ষমাত্রা ছিল ৫৯৭৫৬৫.০০ টাকা এবং বছর শেষে লক্ষমত্রার ৭২% অর্জিত হয় যার মোট অর্জনের পরিমাণ ৪২,৮৮,৫২৬ টাকা। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে এপ্রিল থেকে উক্ত কেন্দ্রের সেবা বিক্রয়/ বিপণন বন্ধ থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ ও হার কমে যায়।

৬. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকা আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের কৌশলের আলোকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তনের কাজ করে। সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু যেগুলি দরিদ্র মানুষের দরিদ্র অবস্থাকে আরও তীব্রতর করে এবং ক্ষমতা ও মর্যাদাহীনতার চত্রে আবদ্ধ করে রাখে সেসব বিষয়সমূহ সমাধানের জন্য বেশ কয়েকটি সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামাজিক উন্নয়নমূলক যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর অর্জন/সাফল্যের মাত্রা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো-

৬.১ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগ মোট পরিকল্পিত ২১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে ১১ টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এ কোর্সগুলিতে মোট ১৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে পুরুষ অংশগ্রহণকারী ৯৯ জন ও নারী ৪৪ জন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো প্রশিকার নিজস্ব ভেন্যু বাঁশখালী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ধামরাই, ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মনব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

চলমান প্রশিক্ষণ

৬.২ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ১৩টি উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০টি এলাকা। যে সমস্ত উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলি হলো- দোহার, টংগী, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ সদর, রূপগঞ্জ,হরিরামপুর, রাঙ্গামাটি, পাহাড়তলী, আকবর শাহ্, ডাবলমুড়িং, সদরপুর, সাতকানীয়া ও নাটোর। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে কর্মীদের সাথে ১২টি আলোচনা সভা হয় এবং মোট ১৫৯ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নারী কর্মী ৮২ জন এবং পুরুষ কর্মী ৭৭ জন। একই সময়ে ২২টি উঠোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৬৫৮ জন প্রশিকা কর্মী ও কমিউনিটি সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির উঠোন বৈঠক, চট্টগ্রাম

প্রশিকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দ্বারা সুফলপ্রাপ্ত নারী সদস্যদের সাফল্যের উপর মোট ১৮টি কেসস্টাডি সংগ্রহ করা হয়। তারা যেসব প্রকল্পে সাফল্য লাভ করেছেন তার মধ্যে আছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাদি পশুপালন, ল্যাট্রিন স্ল্যাব ও আর সি সি পিলার তৈরী, নার্সারী, বুটিক শিল্প, পোষাক শিল্প ইত্যাদি।

তাছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ডাবলমুড়িং থানায় দরিদ্র নারী, কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের উন্নয়ন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও পর্যালোচনা করা হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৯টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে- যার মধ্যে ১৭টি অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে। ৭টি সমাধানের জন্য প্রক্রিয়াধীন ও ৫টি অপেক্ষমান তালিকায় ছিল।

সফল ব্যবসায়ী-ঝর্ণা ইসলাম

জীবন সংগ্রামে সফল এক নারী ঝর্ণা ইসলাম। স্বামী- সামসুল ইসলাম, গ্রাম- দত্তপাড়া, টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর। ঝর্ণা ইসলামের বিবাহিত জীবনে পরিবারের নানা প্রতিকুল পরিবেশে কষ্ট করতে হয়েছিল। স্বামী মৌসুম ভিত্তিক নানা কাজ করতেন। নিয়মিত আয় না থাকার কারনে অভাব অনটন ছিল ঝর্ণার নিত্য দিনের সঙ্গী।

ঝর্ণা ইসলামের 'ঝর্ণা ফেব্রিকস, টঙ্গী, গাজীপুর।

এমতাবস্থায় প্রায় ২০ (বিশ) বছর পূর্বে প্রশিকার কর্মীর পরামর্শে তার নেতৃত্বে ইমানী মহিলা সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করেন। নিয়মিত সঞ্চয় করার প্রায় এক বছর পর প্রশিকা থেকে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ আর নিজস্ব পুঁজি ২০০০ (দুই হাজার) টাকা, মোট ৭০০০ (সাত হাজার) টাকা দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং অন্যদিকে কাপড়ের ব্যবসা পাড়া মহল্লায় না করে স্থায়ীভাবে দোকান দিয়েছেন। ৫টি সেলাই মেশিন কিনে বেকার নারীদের সেলাই কাজ শিখাচ্ছেন। এখন ১৫-২০ জন নারী তার দোকান থেকে পাইকারী দামে কাপড় নিয়ে পাড়া মহল্লায় বিক্রি করছেন। এতে তাদের বেকারত্ব দূর হয়েছে এবং পরিবারে অর্থের যোগান দিতে পারছেন। এভাবে ঝর্ণা ইসলাম তার ব্যবসার মাধ্যমে নিজে স্বচ্ছল হয়েছেন পাশাপাশি বেকার নারীদের সেলাই কাজ শিখানো এবং কাপড়ের ব্যবসার মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে অবদান রাখছেন। ঝর্ণা ইসলাম আরও বলেন, প্রশিকা থেকে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে তার চিন্তাচেতনার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পারিবারিক, সামাজিক বিষয়ে সচেতন ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। পূর্বের তুলনায় পরিবার এবং সমাজের লোকজন তাকে সম্মান করে। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। বর্তমানের সুখের কথা বলতে গিয়ে অতীতের অভাব অনটনের নানা স্মৃতি মনে করে বলেন যে, অর্থের অভাবে ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি। মেয়ের এস.এস.সি পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা দিতে না পারায় পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। একথা বলতে গিয়ে ঝর্ণা ইসলাম আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি আরও জানান, এখন নিয়মিত দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন।

ঝর্ণা ইসলাম বলেন, প্রশিকার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি এবং এলাকার সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও পারিবারিক, সামাজিকভাবে সচেতন হয়েছেন।

ঔষধি গাছের চাষ করে মর্জিনা বেগম এখন স্বাবলম্বী

নাম তার মর্জিনা বেগম। স্বামী আঃ রব ভুইয়া, গ্রাম: লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া, জেলা+উপজেলা: নাটোর। এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তার সংসার। স্বামী কৃষি শ্রমিক। একদিন কাজ পান তো দুইদিন পান না। তাই সংসারের অভাব অনটন ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী।

মর্জিনা বেগমের এ্যালোভেরা বাগান, নাটোর।

আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর পূর্বে প্রশিকার কর্মীর পরামর্শে মর্জিনা বেগম 'শিউলি মহিলা সমিতি' নামে এক সমিতিতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকেন। প্রায় ১ বছর পর সমিতি থেকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং ১২ শতাংশ জমি লীজ নিয়ে ঔষধি গাছের বাগান শুরু করেন। একই সাথে নিয়মিত ঋণের টাকাও পরিশোধ করেন। পর্যায়ক্রমে ঋণ গ্রহণ এবং লীজ নিয়ে জমির পরিমান আরও বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং সেই টাকা দিয়ে ১৪ একর জমি লীজ নিয়ে নানা প্রজাতির ঔষধি গাছ যেমন-ঘৃতকুমারী, শ্বতমূল, শিমুলের মূল, ইত্যাদি চাষ করছেন। প্রথম দিকে ঔষধি গাছের চাহিদা ছিল স্থানীয় পর্যায়ে। পর্যায়ক্রমে উপজেলা, জেলা ও সমগ্র বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীতেও সরবরাহ করছেন। তার মধ্যে চীন ও থাইল্যান্ড অন্যতম। তার ঔষধি গাছের বাগানের সাফল্যের প্রভাব আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকার অনেক লোক ঔষধি গাছের বাগান করে লাভবান হচ্ছেন। ঔষধি গাছের বাগান করে তার পরিবার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। ছনকোটা বাড়ীর পরিবর্তে তৈরী করেছেন পাকা বাড়ী এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছল।

মর্জিনা বেগম বলেন, প্রশিকার সমিতিতে অংশগ্রহণ করে তিনি পরিবার এবং সমাজের নানা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। ফলে পরিবার ও সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশেষে, মর্জিনা বেগম বলেন, তিনি এবং তার পরিবার প্রশিকার অবদান কখনোই ভুলবেন না।

৬.৩ মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ২০টি উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। যে সকল উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলি হলো- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, কেরাণীগঞ্জ, বুড়িগঙ্গা, মাদারীপুর, মস্তফাপুর, নাটোর সদর, সাতকানীয়া, বাঁশখালী, গোপালগঞ্জ, পাহাড়তলী, সাগরিকা, আকবর শাহ্, খুলশী, ফেনী সদর, ফটিকছড়ি, শিবগঞ্জ, চকোরিয়া ও টঙ্গী। এ অর্থবছরে মোট ২৯টি উঠোন বৈঠক, স্কুল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাবেশ ০৯টি এবং ইউনিয়ন পরিষদ স্তরে ০৭টি সমাবেশ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে ১৫টি আলোচনা সভা বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া মোট ১৪টি কেসস্টাডি সংগ্রহ করা হয়।

এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, কোভিড-১৯ এর প্রকোপের কারণে ২০২০ এর মার্চ মাসের পর মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়নি।

মাদক আসক্তি থেকে মিলনের সুস্থ জীবনে ফেরা

আর পাঁচটি তরুনের মতোই উচ্ছল তারুণ্যে ভরা এক যুবক মিলন সাহা। লেখাপড়া জানা এবং সমাজ হিতৈষী হিসেবে সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের কাছে তার ভালো গ্রহণযোগ্যতা ছিল। অত্যন্ত মিশুক ও সজ্জন হিসেবেও সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। সুন্দর পরিপাটিভাবে চলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলছিল তাঁর জীবন। ডেন্টিস্ট্রি ডিপ্লোমা পাশ করার পর ও চেম্বার করে অল্প দিনেই বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আয় রোজগারও ভালোই হচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তার নতুন বন্ধুর সংখ্য বেড়ে যায়। এই বন্ধুদের দ্বারাই ধীরে ধীরে নেশার জগতে কখন জড়িয়ে গেছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন ততদিনে তার সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলেও সেখান থেকে ফিরে আসতে পারছেন না। আস্তে আস্তে চরম আসক্তির দিকে এগিয়ে যান। সুন্দর একটি জীবনে শুরু হয় বিপর্যয়। তার পরিবার চরম অশান্তির কবলে পতিত হয়। কোন ভাবেই তাকে নেশার আসক্তি থেকে ফেরানো যাচ্ছে না। স্ত্রী-সন্তানের প্রতি কোন লক্ষ্য নেই, সর্বক্ষণ নেশায় বুদ হয়ে থাকেন। চরম অতিষ্ট হয়ে তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়ী চলে যান। এক পর্যায়ে থানা-পুলিশ হয়। সাজানো গোছানো সংসারটিতে যেন শোকের ছায়া ভর করে আছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সমাজে লোক লজ্জার ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে নেন। কিন্তু মিলনের আসক্তির মাত্রা কোন ভাবেই কমে না। ধার-দেনা করে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে প্রশিকার "মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি" এর সহকারী পরিচালক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস এর কাউন্সেলিং এবং পরিবারের সিদ্ধান্তে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হয়। দীর্ঘ ৬ মাস চিকিৎসা ও নিয়মিত কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে আজ তিনি সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। এখানে খুলনার খালিশপুরের অশ্রু মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। মিলন সাহা আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের সদিচ্ছাকেই বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, মাদক কোনো সমাধান নয়। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি পাগল নয় কিংবা খারাপও নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাকে সুস্থ্য, সুন্দর জীবন গঠনে সাহায্য করা উচিত। মিলন সাহা বর্তমানে সুস্থ আছেন। ভালো আছেন। তার স্ত্রী-সন্তানের মুখে আজ আনন্দের হাসি।

মিলন সাহা বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে

মিলনের মন্তব্য হচ্ছে, কার্যকর চিকিৎসা এবং পরিবারের ভালোবাসায় মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। আর বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। আমার মতো যেন আর কেউ ভুল না করে।

বিঃ দ্রঃ মিলন সাহার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে।

৬.৪ গণসংস্কৃতি কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গণসংস্কৃতি কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন হয়েছে। ৫০টি দিবস উদযাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন এলাকাগুলো লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিলো। বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকা ২০৪টি দিবস উদযাপন করে। দিবসগুলো হলো-মহান বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিন।

মুজিব শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৩টি দিবস লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩টিই উদযাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উদযাপিত দিবসগুলো হলো-১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস, মহান বিজয় দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিন।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে ৪টি কর্মশালা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মহান স্বাধীনতা দিবস ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা যায়নি।

৬.৫ আইনী সহায়তা কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ১৩টি উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন এলাকাগুলি হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভাঙ্গা, ডাবলমুড়িং, নাটোর, পলাশবাড়ী ও খুলশী। যে সকল বিষয়ে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সেগুলি- হলো বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক ও বধু নির্যাতন, গ্রাম্য আদালত থেকে সহায়তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, নারী ও শিশুদের সামাজিক ও মানবিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, আইনগত সহায়তা কমিটির সাথে সভা, বহুবিবাহ প্রতিরোধ ও জেলা আইন কমিটির সাথে সভা, ইত্যাদি।

যৌতুক ও নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৬.৬ প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি

বিগত অর্থবছরে এ কর্মসূচি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাব সত্ত্বেও এ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচির ১০টির অধিক কার্যক্রম রয়েছে, যেমনঃ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক সেমিনার, ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার স্ক্রিনিং, স্কুলে প্রতিবন্ধি শিশুদের ভর্তিকরণে সহায়তা প্রদান, নেটওয়ার্কিং, ঠোঁট কাটা, তালু কাটা, ক্লাবফুট সমস্যা সমাধানে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, প্রতিবন্ধিদের সহায়ক উপকরণ প্রদান (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, সাদাছড়ি, শ্রবণযন্ত্র, ইত্যাদি) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতামূলক উপকরণ সংগ্রহ ও প্রদান করা। যেমন পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, বই, ইত্যাদি। এছাড়া

প্রতিবন্ধি দিবস উদযাপন-২০১৯, মিরপুর, ঢাকা

মাঠ পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের মেডিকেল চেকআপ করা হয়। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরে এ সকল কার্যক্রম কাম্যমাত্রা বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৭ সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি

পরিবেশ উন্নয়ন ও একই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে এ কর্মসূচির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিকা দীর্ঘদিন ধরে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কর্মসূচির ৫টি কম্পোনেন্ট আছে, সেগুলি হলোঃ (ক) গাছ বিক্রি থেকে অর্থ লাভ, (খ) বসতবাড়ি বাগান, (গ) প্রতিষ্ঠান বনায়ন, (ঘ) রাস্তার ধার বনায়ন, (ঙ) সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ। উল্লেখ্য, প্রশিকা কালকিনি উন্নয়ন এলাকায় পূনর্বনায়নের আওতায় উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় বৃক্ষ রোপন করা হয়। এ অর্থবছরে প্রশিকা কালকিনি উন্নয়ন এলাকার সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় রাস্তা পূনর্বনায়ন করা হয়। পূনর্বনায়নকৃত রাস্তার নাম পাড়াগাঁও-পালরদি, যার মোট দৈর্ঘ্য ১ কিলোমিটার এবং সর্বমোট ৪০০ টি বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপন করা হয়। এ বনায়নের থেকে সরাসরি ৩৬ জন দলীয় সদস্য উপকৃত হবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক বৃক্ষ রোপনসহ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের চিত্র, কালকিনি, মাদারীপুর।

এছাড়া পূর্বে বনায়নকৃত উক্ত রাস্তার ২ কি:মি: রাস্তার গাছ দুই ধাপে মোট ৪৫১ টি বড় গাছ বিক্রি করে যথাক্রমে ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ও ৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় হয়। যার ৬০% অংশ টাকা উপকারভোগীরা পান। ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা ১০% টাকা, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০% ও প্রশিকা ১০% টাকা পায়। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকার বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৬.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির অধীনে নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান করা এ কর্মসূচির প্রধান কাজ। এ প্রেক্ষিতে বিগত

পদ্মা ও লৌহজং উন্নয়ন এলাকায় করোনাকালীন খাদ্যদ্রব্য বিতরণ, মুন্সিগঞ্জ।

বন্যাকবলিতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, গাইবান্ধা।

মুজিববর্ষে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ, ডোমার, নীলফামারী।

অর্থবছরে ডোমার উন্নয়ন এলাকার ১২০ জন মানুষকে কম্বল প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ধাপে মোট ৭৭ হাজার ৫ শত টাকা মূল্যের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া পদ্মা উন্নয়ন এলাকার ৩০২ জন মানুষের মধ্যে করোনাকালীন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। অনুরূপভাবে, কামতা উন্নয়ন এলাকায়ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি চট্টগ্রামের মাঝিরঘাট এলাকায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৫ জন বস্তিবাসীর মধ্যে বিভিন্ন গৃহস্থলি সামগ্রী ও পোষাক বিতরণ করা হয়। এছাড়া গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকায় বন্যা দুর্গতদের সহায়তা প্রদান সমেত ৫০টি উন্নয়ন এলাকায় বিগত অর্থ বছরে মোট ১৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ সকল ত্রাণ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে সরকারের বিশেষতঃ স্থানীয় সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রশিকার এ ধরনের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রশংসা করেন।

৭. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ

৭.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার বিভাগ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, এ বিভাগ সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও ডকুমেন্টশন এ তিনটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত।

এ অর্থ বছরে উক্ত ৩টি শাখা নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন/অর্জন করেছে।

ক) সফ্টওয়্যার

- ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কর্মী কল্যাণ তহবিলের হিসাব আপ-টু-ডেট করা হয়েছে।
- Special Savings Software নতুন ভাবে তৈরী করা হয়েছে।
- PFDS Software নতুন ভাবে তৈরী করা হয়েছে।
- MBRS Software-MRA নীতিমালা অনুযায়ী Update করা।
- নতুন বেতন স্কেল আপ-টু-ডেট করা হয়েছে।
- Salary System- এ বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি Update করা হয়েছে।
- নতুন উন্নয়ন এলাকার ডাটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।
- অডিট এর সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য উন্নয়ন এলাকা থেকে ডাটা এনে নতুন সফ্টওয়ারে আপ-টু-ডেট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- উন্নয়ন এলাকার প্রয়োজনীয় সার্পোট দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে উন্নয়ন এলাকার সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়।
- Personal Management System, Salary System, MBRS, Savings, Special Savings, Double Benefit and Accounts Software- এর প্রয়োজনীয় সার্পোট দেয়া হয়েছে।
- ESSP এবং PSS এর ক্ষেত্রে উন্নয়ন এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সফ্টওয়ার হালনাগাদ করা হয়েছে।
- SEED কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সার্পোট দেওয়া হচ্ছে।

খ) হার্ডওয়্যার ঃ

- সকল উন্নয়ন এলাকার কম্পিউটার ও প্রিন্টারের সার্ভিসিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে।
- উন্নয়ন এলাকা থেকে আগত MBRS, Savings, Accounts Software গুলির ডাটা মাসভিত্তিক সংরক্ষণ করে রাখা হয়।
- প্রয়োজনে উন্নয়ন এলাকায় গিয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, নেটওয়ার্কিং এর সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।
- কিছু সংখ্যক উন্নয়ন এলাকায় একাধিক কম্পিউটার থাকায় লোকাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে কার্য্য সম্পাদন করা হচ্ছে।
- বর্তমান কেন্দ্রীয় অফিসের কম্পিউটার, প্রিন্টার লোকাল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ) ডকুমেন্টেশন

- কেন্দ্রীয় অফিসে কম্পিউটারের স্পল্পতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কর্মসূচির যাবতীয় ডকুমেন্টেশনের কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।
- উন্নয়ন এলাকার মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় অফিসে এন্ট্রি করা এবং তা থেকে চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রতিবেদন আকারে তৈরী করা। বিভিন্ন কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র কম্পোজ করা।
- জেনারেল বডি ও গভার্নিং বডির মিটিংয়ের যাবতীয় চিঠিপত্র/ রেজুলেশন যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় চিঠি-পত্র অত্র বিভাগ থেকে তৈরী করা হয়।

৭.২ প্রশিকা এস্টেট এবং স্টোর বিভাগ

প্রশিকার নিজস্ব জমিতে মার্কেট, গোপালগঞ্জ

প্রশিকার যে সকল উন্নয়ন এলাকায় নিজস্ব জমি ও স্থাপনা রয়েছে সে সকল এলাকার খালি জায়গা এবং পুকুর লিজ, দোকান নির্মাণ করে এবং অফিস সংস্কার করে ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এ সম্পদগুলি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে। এ বিভাগের কার্যক্রমগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও নিজস্ব উদ্যোগে মাছ চাষ করা, গাছ বিক্রি, জমি লীজ প্রদান, ফল ও সবজি উৎপাদন ও বিক্রি করা, ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়ের পরিমাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০ লক্ষ টাকা এবং অর্জন হয়েছে ৬৯ লক্ষ টাকা–যা শতকরা হারে ৯৮ শতাংশ। উক্ত অর্জিত অর্থ প্রশিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করা হয়েছে।

৭.৩ অডিট ও মনিটরিং বিভাগ

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিকার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং বিভাগ দায়িত্বশীল। বর্তমানে একজন পরামর্শক ও বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে মোট ৯ সদস্যের একটি অডিট টিম নিয়মিত কেন্দ্রীয় ও উন্নয়ন এলাকা অফিসের হিসাব এবং অন্যান্য কার্যক্রমের অডিট পরিচালনা করে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৫০টি উন্নয়ন এলাকা, কেন্দ্রীয় অফিস এবং প্রশিকার ২টি সমন্বিত কৃষি ফার্মের অডিট সম্পন্ন করেছে। অডিটকালে কম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম এবং করণিক ভুলসমূহ সমাধান করে দেয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ে অডিটরগণ এলাকা ব্যবস্থাপকদের সহায়তা করেন। বড় ধরনের এবং গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম সংশোধনের নিমিত্তে প্রধান নির্বাহীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আগামীতে কার্যক্রম অধিকতর নিবিড় নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে এ বিভাগকে আরও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭.৪ মানবসম্পদ বিভাগ

নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের কাজে যোগদান বিষয়ক রিপোর্টিং

এ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকায় ২০৭ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। উন্নয়ন এলাকা বৃদ্ধির ফলে এলাকা, শাখা ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের পদের সৃষ্টি হয় এবং প্রশিকার নীতিমালা অনুসারে যোগ্য কর্মীদের ব্যবস্থাপক পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ড্রপ আউট: ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিয়োগ বাতিল, পদত্যাগ, অব্যাহতি, বরখাস্তকৃত কর্মীর সংখ্যা ৪৬ জন।

নিয়োগ বাতিল	পদত্যাগ	অব্যাহতি	বরখাস্ত	মোট
১২	২৬	৩	৫	৪৬

অবসর, স্বেচ্ছায় অবসর ও মৃত্যুবরণঃ গত অর্থবছরে অবসর, স্বেচ্ছায় অবসর ও মৃত্যুবরণকারী কর্মীর সংখ্যা ১৬ জন।

অবসর	স্বেচ্ছায় অবসর	মৃত্যু	মোট
৩	১০	৩	১৬

দায়িত্ব প্রদানঃ গত অর্থবছরে মোট ৬৪ জন কর্মীকে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাদের দায়িত্বানুসারে সংখ্যা এবং নামের তালিকাসহ বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সিএম	জেডএম	এএম	বিএম	মোট
১	১৩	২৭	২৩	৬৪

৭.৫ প্রশিকা তথ্য, নথি ব্যবস্থাপনা ও গণসংযোগ বিভাগ

গত অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) বার্ষিক কর্মসূচি প্রতিবেদন, বার্ষিক ক্যালেন্ডার, এক নজরে প্রশিকা নামে লিফলেট ও ডায়েরী ছাপানো হয়। প্রশিকার কর্মী ও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের মাঝে এগুলি বিতরণ করা হয়।

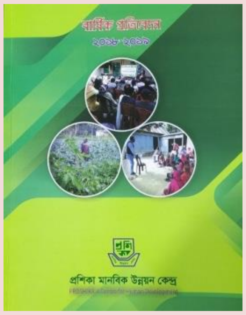

৭.৬ সাধারণ প্রশাসন বিভাগ

বিভিন্ন কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিকার অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে সাধারণ প্রশাসন বিভাগ অন্যতম। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সাধারণ প্রশাসন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করলেও সেগুলির সহায়ক ও সেবা যোগানদার বিভাগ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। সাধারণ প্রশাসন বিভাগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও কর্মসূচিকে সার্বিক সহায়তা করার মাধ্যমে প্রশিকার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রসমূহ সচল রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ বিভাগ এর গত আর্থিক বছরের (জুন '১৯ - জুলাই '২০) অগ্রগতির মাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মী হাজিরা রেজিস্টার তৈরি ও প্রতিদিন কর্মীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি চেক করা।
- কর্মীদের অনুমোদিত ভ্রমণসূচি ও ছুটির আবেদন হাজিরা খাতার সাথে সমন্বয় ও সংরক্ষণ করা।
- প্রশাসণ বিভাগের আওতাধীন ডেসপাচ, ডাইনিং ও ফটোকপি সেকশন ব্যবস্থাপনা করা।
- কেন্দ্রীয় অফিসের জন্য আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, সাউন্ডবক্স, ইলেকট্রিক সামগ্রী ও অফিস পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়, বন্টন ও সংরক্ষণ করা।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা করা।
- কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন এবং আগত অতিথিদের তালিকাভুক্ত করা।
- বাৎসরিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালা আয়োজনের যাবতীয় ব্যবস্থা করা।

সাধারণ প্রশাসনের মাসিক মিটিং

- কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন মিটিং আয়োজন ও মিটিং এ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।
- প্রশিকার বার্ষিক ক্যালেন্ডার, ডায়রী, বার্ষিক কর্মসূচি প্রতিবেদন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি ডকুমেন্ট ছাপানোর ক্ষেত্রে টেন্ডার সংগ্রহ, আহ্বান ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত ডকুমেন্টসমূহ উন্নয়ন এলাকাসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে।

৮. প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব

বিগত অর্থবছরে প্রথম বারের মতো সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ অতিমারী রূপে বিস্তার লাভ করে। এ মরণ ব্যাধি দেশের মানুষকে ভয়ার্ত করে তোলে। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। যার ধারা এখনও চলমান আছে, এবং এর তীব্রতা আবার বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

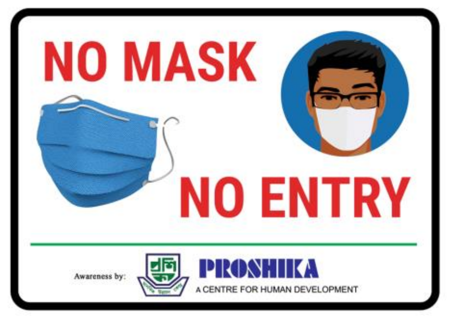

যা হোক, গত অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রকোপের ফলে প্রশিকার সকল উন্নয়ন কর্মসূচির উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। ২০২০ সালের গোড়ার দিক থেকে এ অতিমারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারের নির্দেশে মাঠপর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়, পাশাপাশি কর্মীরা ছুটিতে বাড়ি চলে যায়। ফলে ৫-৬ মাস (জুন'২০২০) পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এতে বার্ষিক উন্নয়নের যে লক্ষমাত্রা স্থির করা ছিল তা পূর্ণমাত্রায় অর্জন করা যায়নি। পরবর্তীতে, যদিও সাবধানতা অবলম্বন করে কার্যক্রম চালু করা হয়। ততদিনে অর্থবছর শেষ হয়ে যায়। মাঠ স্তরের কর্মীরা ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য যৌক্তিক তৎপরতা অবলম্বন করেছে। এ প্রসঙ্গে, প্রশিকা কর্মী ও ব্যবস্থাপক এবং সংগঠিত দলীয় সদস্যদের কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার জন্য সচেতনতামূলক লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৯ অর্থবছরে নিয়মিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছাড়াও সংগঠন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেগুলি কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

৯.১ বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন (২০১৯-২০২০)

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৩ আগস্ট ২০২০, বিপিএমআই ভবন, কেন্দ্রিয় কার্যালয়, মিরপুর, ঢাকায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মূল্যায়ন ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ বারের কর্মশালা কোভিড-১৯ এর কারণে সকল স্তরের ব্যবস্থাপকদের নিয়ে করা সম্ভব হয়নি। ভার্চ্যুয়াল প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রিয় অফিসে এ কর্মশালা অনলাইনে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম। সাথে ঊর্ধ্বতন পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণ, উপ-পরিচালক, বিভাগ প্রধান/কর্মসূচি প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মশালায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পারিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সে অনুসারে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া ও কৌশল নির্ণীত হয়।

বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালা

৯.২ বার্ষিক অডিট সম্পন্নকরণ

উক্ত অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) বার্ষিক অডিট করা হয়েছে। ইসলাম কাজী শফিক এন্ড কোং এ কাজটি সম্পাদন করেছে। যথামসময়ে উক্ত অডিট প্রতিবেদন প্রশিকা কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করা হয়।

৯.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

৯.৩.১. আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে সারা দেশে প্রশিকার সকল উন্নয়ন এলাকায় পালিত হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে জাঁক-জমকের সাথে দিবসটি পালন করা হয়। উভয় শহরে বড় র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশিকার প্রধান নির্বাহী চট্টগ্রাম মহানগরীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি/সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে, ঢাকার অনুষ্ঠানে উপ-প্রধান নির্বাহী অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান রোকেয়া ইসলাম

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ উৎযাপন

৯.৩.২ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস উদযাপন

১৭ই মার্চ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে প্রশিকার কেন্দ্রিয় কার্যালয়, বিপিএমআই ভবন, মিরপুর, ঢাকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবসটি উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিকা গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান মিজ রোকেয়া ইসলাম। প্রশিকার সকল উন্নয়ন এলাকায়ও দিবসটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উদযাপিত হয়। কেন্দ্রিয় অফিসে এ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিকার কর্মকর্তা ও কর্মীদের অনেকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনা করেন। সভা শেষে একটি দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জাতির জনকের জন্মদিবস উদযাপন

৯.৪ গভার্নিং বডি/জেনারেল বডির সভা আয়োজন

এ অর্থবছরে ৪১ সংখ্যক গভার্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াদুদ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুজনিত কারণে চেয়ারম্যানের শুন্য পদে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে ভাইস-চেয়াম্যান মিজ রোকেয়া ইসলাম নির্বাচিত হন এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের শুন্য পদে নতুন ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব জহিরুল ইসলাম নির্বাচিত হন। এ বিষয়ক সংবাদটি প্রশিকার ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হয়েছে।

৯.৫ কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন সম্পর্কিত তথ্য বিস্তার

প্রশিকা কেন্দ্রীয় অফিসে ও উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে সরকারি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ সম্পর্কে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক প্রচার ও নির্দেশনা জারি করে সেগুলিকে সংকলন করে উন্নয়ন এলাকার সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও ব্যবস্থাপকগণ উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, প্রশিকা সরকারের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ লকডাউন নিয়ম মেনে কাজ করেছে। প্রশিকার প্রায় সকল উন্নয়ন এলাকা বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ কার্যক্রমের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সামাজিক সমাবেশ ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণে অনেকগুলি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও সাংগঠনিক পর্যায়ে দিবস/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি। তারমধ্যে বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালা সরাসরি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এই করোনালীন সময়ে প্রশিকার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সাময়িকভাবে চালু রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে ঋণদান ও অন্যান্য কার্যক্রমে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে।

১০. সংযুক্তি

১০.১ মানচিত্রে প্রশিকার কর্মএলাকা

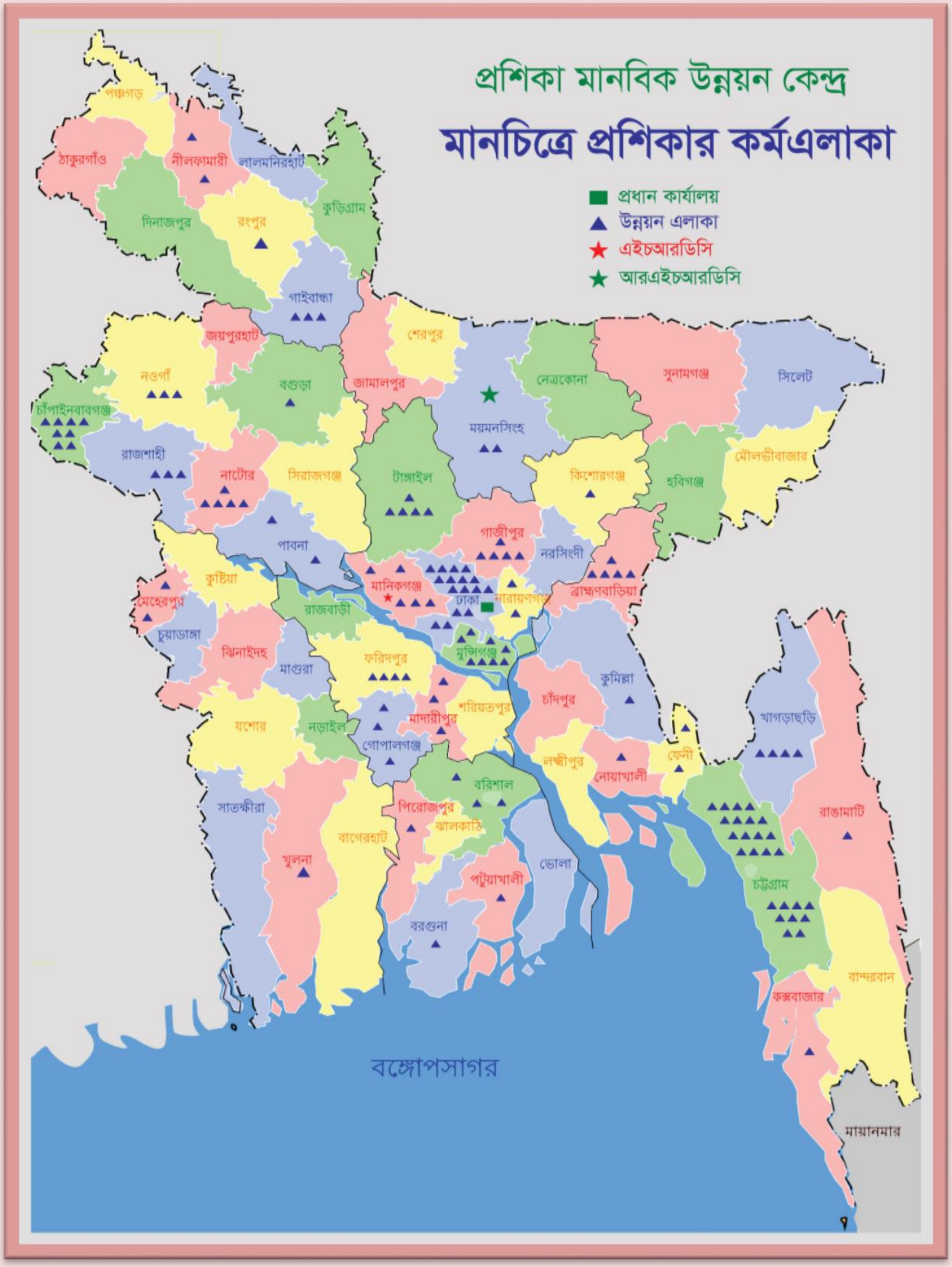

১০.২ প্রশিকার বর্তমান কার্যক্রমে চলমান উন্নয়ন এলাকার তালিকা

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১.	৩.০৯	পাহাড়তলী উন্নয়ন এলাকা ৩৮৩/৪৪২, দক্ষিণ পাহাড়তলী ডিটি রোড আইডব্লিউ কলোনী (আবুল বিড়ি ফ্যাক্টরী) থানা-পাহাড়তলী, জেলা-চট্টগ্রাম।	পাহাড়তলী	চট্টগ্রাম	রাখাল চন্দ্র সরকার ০১৭১৬৩৯১৫৩৪
২.	৩.১০	পাঁচলাইশ উন্নয়ন এলাকা ছায়াবীথি (ডাঃ রোকেয়ার চেম্বারের ৩য় তলা) রোড নং-২, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা থানা- পাচলাইশ, জেলা- চট্টগ্রাম।	পাঁচলাইশ	চট্টগ্রাম	গীতা রাণী দত্ত ০১৮৩২২৭৯৩৮১
৩.	৩.১১	টঙ্গী উন্নয়ন এলাকা অভিযান-৮, মাতৃছায়া, নিশাতনগর কলেজ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর	টঙ্গী	গাজীপুর	দেওয়ান মহিদুর রহমান ০১৯৪৫৭২০৬৯৯
৪.	৩.১৫	লালবাগ উন্নয়ন এলাকা ২৯ নং নবাবগঞ্জ লেন, (নবাবগঞ্জ পার্কের সামনে) লালবাগ, ঢাকা।	লালবাগ	ঢাকা	আয়শা খানম ০১৬৭৬৭১৩৮২১
৫.	৩.২২	রূপগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা বাড়ি নং-৩, রোড নং-৫ হিরাঝিল আ/এ, চট্টগ্রাম রোড, ডাক- সানারপাড়, উপজেলা- রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	রূপগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	শফিকুল ইসলাম লিটন ০১৭৩৬৬২০৪৫১
৬.	৩.২৩	চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন এলাকা আব্দুল আমিনের বাড়ী, (২য় তলা), ধুপপুল মাইজপাড়া, থানা- বন্দর, চট্টগ্রাম।	বন্দর	চট্টগ্রাম	মোঃ নজরুল ইসলাম ০১৭৩৯৩৫৭৭৭৩
৭.	৩.২৪	চান্দগাঁও উন্নয়ন এলাকা ব্লক নং-এ, রোড নং-৩, বাড়ি নং-সি/২ চান্দগাও, চট্টগ্রাম।	চান্দগাঁও	চট্টগ্রাম	জুলন বড়ুয়া ০১৮৩৪২৪৯৬৬৬
৮.	৩.২৭	রংপুর সদর উন্নয়ন এলাকা বাসা-৪৬, রোড-০২, কটকী পাড়া, (আর.কে রোড), রংপুর সদর	সদর	রংপুর	পাহলোয়ান মোঃ শহিদুল্লাহ ০১৭১৮৭৪৪৪১৫
৯.	৩.২৮	ময়মনসিংহ উন্নয়ন এলাকা মাসকান্দা, বাইলেন, উপজেলা + জেলা- ময়মনসিংহ সদর।	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	ঝর্ণা রানী ০১৭২৭৭১৩৬৩৪
১০.	৩.৩০	ডবলমুরিং উন্নয়ন এলাকা হাজী ইলিয়াছ ম্যানসন-১৯৮৮ মিস্ত্রি পাড়া লাল মসজিদ, উত্তর আগ্রাবাদ, বন্দর থানা-ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।	ডবলমুরিং	চট্টগ্রাম	নাজিফা আক্তার ০১৬৭৫৭৪২৪০৯
১১.	৩.৩১	বায়েজিদ উন্নয়ন এলাকা মরিয়ম ভবন হোল্ডিং ২০৭/৪-২০৮/৪ কেএ প্লট # ১৫,জেলা পরিষদ আবাসিক এলাকা জালালাবাদ, থানা- বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।	বায়েজিদ	চট্টগ্রাম	মোঃ শহীদুল ইসলাম ০১৯১৪৬৫০৮৮৭
১২.	৩.৩২	হালিশহর উন্নয়ন এলাকা বাসা # ২৮/বি, রোড # ১, লেন # ১ ব্লক # এইচ, থানা- হালিশহর, চট্টগ্রাম।	হালিশহর	চট্টগ্রাম	মোঃ মিজানুর রহমান ০১৬৩১৯৮৩৮৯৭
১৩.	৩.৩৩	খুলশী উন্নয়ন এলাকা ১৯/জি সাইদ মঞ্জিল, নিউ মুনসুরাবাদ ডাক-ফিরোজশাহ, থানা-খুলশি, চট্টগ্রাম।	আকবরশাহ	চট্টগ্রাম	মোঃ আনোয়ারুজ্জামান ০১৬৭২০৩২৩১৪

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১৪.	৩.৩৭	কর্ণফুলী উন্নয়ন এলাকা ইছানগর বাজার, বিএফডিসি গেট (মসজিদ মার্কেট ২য় তলা) ডাক- আজিমপুর, থানা- কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।	কর্ণফুলী	চট্টগ্রাম	শাহাদাৎ হোসেন (BM) ০১৮২২৮৪৮০০৫
১৫.	৩.৩৮	আকবর শাহ উন্নয়ন এলাকা ডাক-উত্তর কাট্টলী, বাসা # ২৫/২৪ ডাক-অফিসগলি কর্ণেল হাট, চট্টগ্রাম।	আকবরশাহ	চট্টগ্রাম	মাহাবুব আলম (ZM) ০১৮৬৪২৯৯৫৫৪
১৬.	৩.৩৯	আশুলিয়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম + ডাক+থানা- আশুলিয়া জেলা- ঢাকা।	আশুলিয়া	ঢাকা	মাজেদা বেগম ০১৭১৪২৩৭৩০৩
১৭.	৩.৪০	সদরঘাট উন্নয়ন এলাকা ৬৬৪/৭২৯ পাঠানটুলি রোড নাজিরপুল, বড়ুয়াপাড়া (বাগ্যধর বড়ুয়া বিল্ডিং ২য় তলা) থানা- সদরঘাট, চট্টগ্রাম	সদরঘাট	চট্টগ্রাম	স্নেহজয় চৌধুরী টিটু ০১৭১৬৮৯০৭৬০
১৮.	৩.৪১	সাগরিকা উন্নয়ন এলাকা মুক্তা ভবন (২য় তলা), ধোপাপাড়া কলেজ রোড, ডাক-কাস্টম একাডেমী থানা-পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।	পাহাড়তলী	চট্টগ্রাম	মোঃ ওয়াসিমুন নেওয়াজ ০১৮১৪০৭৮৯২৭
১৯.	৩.৪২	বাকলিয়া উন্নয়ন এলাকা হাজী আব্দুল মাবুদ ভবন (৩য় তলা), আব্দুস সোবহান রোড (দোতলা মসজিদ গলি) কালামিয়া বাজার, থানা- বাকুলিয়া, বদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।	বাকলিয়া	চট্টগ্রাম	মহিন উদ্দিন ০১৬৭২২৮২৮৬৩
২০.	৩.৪৩	কোতোয়ালী উন্নয়ন এলাকা আলম ভিলা, হাউস # ২৭, ৩য় তলা মহিম দাস লেন, থানা- কোতোয়ালী চট্টগ্রাম।	কোতোয়ালী	চট্টগ্রাম	মোঃ শামসুজ্জামান শাহীম ০১৭১২৫১৩৬৩০
২১.	৩.৪৪	লালখান বাজার উন্নয়ন এলাকা রহিম ম্যানসন, ২৫২ চাঁনমারী রোড, খলিল সাহেবের গলি, থানা- লালখান বাজার চট্টগ্রাম।	লালখান বাজার	চট্টগ্রাম	শিল্পী রাণী দাস ০১৮১৯৫১৪৯৫৯
২২.	৩.৪৫	আদমজী ইপিজেড উন্নয়ন এলাকা গোদনাইল, সোনালী ব্যাংকের নীচে পো- আদমজীনগর, থানা- সিদ্ধিরগঞ্জ নারায়নগঞ্জ।	সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	মমিনুল কবির ০১৭১৫৭৬২৭৩৫
২৩.	৩.৪৬	দক্ষিণখান উন্নয়ন এলাকা বাড়ী-৫০, ওয়ার্ড-০৪, মোল্লারটেক উদয়ন স্কুল রোড, দক্ষিণখান, উত্তরা ঢাকা।	উত্তরা	ঢাকা	জায়েদা পারভীন ০১৭৩০৮৪৪৮২২
২৪.	৩.৪৭	উত্তরখান উন্নয়ন এলাকা শাহ কবির মাজার রোড, ভাই ভাই মার্কেট মহিউদ্দিন ভান্ডারীর বিল্ডিং (৩য় তলা) উত্তরা, ঢাকা।	উত্তরা	ঢাকা	মোঃ সোলিম উদ্দিন সেলিম ০১৭১৮৭১৮৭১০
২৫.	৩.৪৮	তুরাগ উন্নয়ন এলাকা বাড়ী-১১১, রোড-০৬, সেক্টর-০৯, স্কুল রোড পানির ট্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বে উত্তরা, ঢাকা	উত্তরা	ঢাকা	শংকর চন্দ্র বৈদ্য ০১৬৮৬৭৭৬৬৬৫

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
২৬.	৩.৪৯	বোর্ডবাজার উন্নয়ন এলাকা বটতলা রোড, থানা- গাছা, হাজী জালাম আহমেদের বিল্ডিং	গাজীপুর সদর	গাজীপুর	মোঃ আক্তারুজ্জামান ০১৯০৫১৩৪৮১৬
২৭.	৩.৫০	মধুমিতা উন্নয়ন এলাকা নূর সুপার মার্কেট, মধুমিতা রোড পোঃ মন্নু নগর, টঙ্গী, গাজীপুর।	টঙ্গী	গাজীপুর	স্বপন কুমার রায় ০১৭১৫২১২১৪১
২৮.	৩.৫১	সাতরং উন্নয়ন এলাকা পূবাইল রোড, সাহারা মার্কেট, আহম্মদ মঞ্জিল, সাতরং গেট, টঙ্গী পূর্ব থানা, টঙ্গী	গাজীপুর	গাজীপুর	মোঃ আবু জাহাঙ্গীর হোসেন ০১৯২৯৫০৪৪৭৬
২৯.	৩.৫২	বড়বাগ উন্নয়ন এলাকা বিপিএমআই ভবন, ২১৩-২১৪ জনতা হাউজিং, শাহআলীবাগ, মিরপুর-২, ঢাকা।	মিরপুর	ঢাকা	উম্মে কুলসুম আরজু ০১৭১১৯৩৭৯৫৭
৩০.	৩.৫৩	কালুরঘাট উন্নয়ন এলাকা মৌলভীবাজার, মোহড়া, থানা- চান্দগাঁও চট্টগ্রাম।	চান্দগাঁও	চট্টগ্রাম	রাহেনা আক্তার ০১৭২০৯৪৯২৯৬
৩১.	৩.৫৪	সিএন্ডবি উন্নয়ন এলাকা মরিয়ম ভিলা, মৌলভী পুকুরপাড়, চান্দগাঁও চট্টগ্রাম।	চান্দগাঁও	চট্টগ্রাম	শ্বেতা বড়ুয়া ০১৭৪৮৯৭৯৮৯৪
৩২.	৪	ধামরাই উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- সাহাবেলীস্বর, ডাক-বেলীস্বর ইউনিয়ন-সুতিপাড়া, ধামরাই, ঢাকা।	ধামরাই	ঢাকা	সিদ্দিক মিয়া ০১৭১৪৫৬৬২৭৯
৩৩.	৭	সাটুরিয়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-উত্তর কাউন্নারা ডাক ও উপজেলা-সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	এনামুল ইসলাম মুকুল ০১৭১৮৭০৮৪৯১
৩৪.	৮	মাদারীপুর উন্নয়ন এলাকা দরগাখোলা রোড, ডাক-মাদারীপুর উপজেলা ও জেলা- মাদারীপুর।	মাদারীপুর	মাদারীপুর	ডেইজী আফরোজ ০১৭১৭১১১৭২৫
৩৫.	১০	কালকিনি উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-ভুরঘাটা, ডাক-আমেরিকা গোপালপুর উপজেলা-কালকিনি জেলা-মাদারীপুর।	কালকিনি	মাদারীপুর	মোঃ কাজী কামাল উদ্দিন ০১৭৬৭৪৩০৩৫৪
৩৬.	১২	ঘিওর উন্নয়ন এলাকা ডাকঘর+ উপজেলা- ঘিওর, মানিকগঞ্জ।	ঘিওর	মানিকগঞ্জ	ফাহমিদা খাতুন ০১৭১৭১৫২৫০২ ০১৭১৯৯৫৫৭৮৯
৩৭.	১৩	বরিশাল উন্নয়ন এলাকা গ্রাম+পোঃ কাশিপুর, উপজেলা+জেলা- বরিশাল সদর, বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল	মোঃ শাহজাহান সিরাজ ০১৭৪৭৫০৭০৫৭
৩৮.	১৪	মির্জাপুর উন্নয়ন এলাকা পোঃ- খলিয়াজানী, উপজেলা- মির্জাপুর টাঙ্গাইল।	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল	আনিসুল হক (বিএম) ০১৭৬৮৪৮১৮৫০
৩৯.	১৬	ডোমার উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- চিকন মাটি, ডাক+ উপজেলা- ডোমার জেলা-নীলফামারী।	ডোমার	নীলফামারী	আলহাজ উদ্দিন (ZM) ০১৭১৬৬৩৫৭৭৬
৪০.	১৮	শ্রীনগর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- দেউলভোগ, গোল্ডেন সিটি ডাকঘর- ষোলঘর উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সিগঞ্জ।	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ আনোয়ার হোসেন ০১৯৬৩৩০৭৮০

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৪১.	২৬	নাসিরনগর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম+ডাক+ উপজেলা- নাসিরনগর জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	নাসিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	অনুপ কুমার সাহা ০১৭১৭৪৯৩১৩৯
৪২.	২৮	হরিরামপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক- দিয়াবাড়ী, উপজেলা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ	লিয়াকত আলী ০১৭১৮৪৬২৭৬৫
৪৩.	৩২	গৌরনদী উন্নয়ন এলাকা উপজেলা- গৌরনদী, বরিশাল	গৌরনদী	বরিশাল	মোঃ এনামূল হক শামীম (ZM) ০১৭১৭৭৪৫৮২৪
৪৪.	৩৩	ভাংগা উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- হোগলাডাঙ্গী, সদরদী ডাক+উপজেলা- ভাংগা , জেলা-ফরিদপুর।	ভাংগা	ফরিদপুর	মোঃ মোকাদ্দেস আলী ০১৭১২৪৮৮৩৩৭
৪৫.	৩৫	মুকসুদপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক-বাটিকামারী উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ।	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	সুনীল কুমার ০১৭১২৫৬৭৩৫৫
৪৬.	৪০	আখাউড়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- দেবগ্রাম, উপজেলা-আখাউড়া জেলা-বি.বাড়ীয়া	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আবুল কালাম আজাদ ০১৭৪২০৯৩৩০২
৪৭.	৪২	দৌলতপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-চক মিরপুর ডাক+উপজেলা- দৌলতপুর জেলা-মানিকগঞ্জ।	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ	মোঃ এনামুল হক ০১৭১৮৮৫৬১৯০
৪৮.	৪৫	বাসাইল উন্নয়ন এলাকা ডাক+ উপজেলা- বাসাইল বাসাইল সদর, টাংগাইল।	বাসাইল	টাংগাইল	সাফায়েত হোসেন ০১৭২৫৭২০৯২৭
৪৯.	৪৬	সখিপুর উন্নয়ন এলাকা পোঃ ও উপজেলা- সখিপুর সদর জেলা-টাংগাইল।	সখিপুর	টাংগাইল	মোঃ রতন মিয়া ০১৭১৮৭৫৪২২৫
৫০.	৪৮	ভালুকা উন্নয়ন এলাকা উপজেলা- ভালুকা ময়মনসিংহ।	ভালুকা	ময়মনসিংহ	তাজেম আলী (বিএম) ০১৮৭৫০০৫৪৪৫
৫১.	৫০	পলাশবাড়ী উন্নয়ন এলাকা গৃধারীপুর, পৌরসভা উপজেলা- পলাশবাড়ী, জেলাঃ গাইবান্ধা।	পলাশবাড়ী	গাইবান্ধা	সিদ্দিকুল আলম মৃধা ০১৭১৬০৪০৯৭৪
৫২.	৫১	নওগাঁ উন্নয়ন এলাকা চকবাড়িয়া, উপজেলা- নওগাঁ সদর জেলা-নওগাঁ।	নওগাঁ সদর	নওগাঁ	আনোয়ার হোসেন ০১৭১২৩৮৮০৩৩
৫৩.	৫৩	বাঁশখালী উন্নয়ন এলাকা উপজেলা বাজার, উপজেলা- বাঁশখালী চট্টগ্রাম।	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	সজল চন্দ্র দেবনাথ ০১৯২৫০১৪১৪০
৫৪.	৫৫	সাতকানিয়া উন্নয়ন এলাকা চড়পাড়া টিএন্ডটি অফিস সংলগ্ন ডাক+ উপজেলা- সাতকানিয়া চট্টগ্রাম।	সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম	এম.এ.হান্নান ০১৮১৮৫৪৯১২৫
৫৫.	৫৭	মধুপুর উন্নয়ন এলাকা কাঁঠালতলী মোড়, টেংরী, আদালতপাড়া উপজেলা-মধুপুর, টাংগাইল।	মধুপুর	টাংগাইল	ফরিদ হোসেন ০১৭১৬৩৩০০৪৯

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৫৬.	৫৮	ঘাটাইল উন্নয়ন এলাকা জনতা শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বাজার রোড, উপজেলা- ঘাটাইল টাংগাইল।	ঘাটাইল	টাংগাইল	নজরুল ইসলাম ০১৭২৫৩৯৩৭২৬ ০১৭১৮৯৫১০৫২
৫৭.	৫৯	রানীনগর উন্নয়ন এলাকা রেলগেট সংলগ্ন গ্রাম- পূর্ব বালুভরা, ডাক+ উপজেলা- রানীনগর, নওগাঁ।	রানীনগর	নওগাঁ	মোঃ নূর হুদা ০১৭১৪৬০৪৩৫৮
৫৮.	৬১	নাচোল উন্নয়ন এলাকা মহিলা কলেজের পাশে ডাকঘর+উপজেলা- নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	নাচোল	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মোঃ আমিন উদ্দিন ০১৭১৫৮৮০৭০৫
৫৯.	৬২	গোদাগাড়ী উন্নয়ন এলাকা রামনগর, উপজেলা- গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	গোদাগাড়ী	রাজশাহী	সেফাত উল্লাহ প্রামাণিক ০১৭১৫৫১৭৬৪৮
৬০.	৬৩	দোহার উন্নয়ন এলাকা সাহেব বাজার, উত্তর জয়পাড়া ডাক-জয়পাড়া, উপজেলা- দোহার, ঢাকা।	দোহার	ঢাকা	মোঃ আলাউদ্দিন ০১৭১৬৮৫৩৭৩৫
৬১.	৬৪	পটুয়াখালী উন্নয়ন এলাকা গ্রাম: গুলবাগ (মসজিদ সংলগ্ন) পো+ উপজেলা+জেলা- পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখারী	মোঃ জাফর সিকদার ০১৭১৮৬৪৯৪৮৫
৬২.	৬৬	সদরপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- সাড়ে সাতরশি ডাক + উপজেলা- সদরপুর জেলা-ফরিদপুর।	সদরপুর	ফরিদপুর	আরব আলী ০১৭১৯৯০৮৬৪২
৬৩.	৬৭	বাবুগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-রহমতপুর ডাক ও উপজেলা- বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	বাবুগঞ্জ	বরিশাল	এ.এস.এম জসিম উদ্দিন ০১৭৬২২১৭৪৬
৬৪.	৭০	বাজিতপুর উন্নয়ন এলাকা থানা রোড, উপজেলা- বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	মোঃ মোশাররফ হোসেন ০১৭১৭৯৪৪৭৬৯
৬৫.	৭১	চাঁপাই নবাবগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা সোনারমোড়, রামকৃষ্ণপুর উপজেলা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ।	নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নুরুল হুদা সরকার (BM) ০১৭১৮৯৪৮৯৪৪
৬৬.	৭২	শিবগঞ্জ (চাঁপাই) উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-কোর্টবাজার (তশিকুল এর বাড়ি) (৩য় তলা), উপজেলা- শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	শিবগঞ্জ চাঁপাই	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সঞ্জিব চৌধুরী (জেডএম) ০১৭১৬৭৯২৪৭৭
৬৭.	৭৩	গোমস্তাপুর উন্নয়ন এলাকা রহমত পাড়া মহিলা কলেজের পাশে ডাকঘর-রহনপুর, উপজেলা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	গোমস্তাপুর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মোঃ নুরুল ইসলাম ০১৭১০৬১৭৯৪৩
৬৮.	৭৪	মেহেরপুর উন্নয়ন এলাকা কাশারীপাড়া, উপজেলা- মেহেরপুর সদর।	মেহেরপুর	মেহেরপুর	মোঃ ওসমান গনি ০১৭২১৭৫০৫২১
৬৯.	৭৫	গাংনী উন্নয়ন এলাকা থানা রোড, উপজেলা- গাংনী, মেহেরপুর।	গাংনী	মেহেরপুর	মোঃ হাফিজুর রহমান (ZM) ০১৯২১৭২৫৭৮৭

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৭০.	৭৭	নীলফামারী সদর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- নটখানা, ডাক: বড়বাজার উপজেলা-নীলফামারী, জেলা-নীলফামারী।	ডোমার	নীলফামারী	আলহাজ উদ্দিন (ZM) ০১৭১৬৬৩৫৭৭৬
৭১.	৭৮	আমতলী উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- খন্তাকাটা ডাক+ উপজেলা- আমতলী, বরগুনা।	আমতলী	বরগুনা	মোঃ নাসির উদ্দিন ০১৭৪৭০৪৯৩৬৭
৭২.	৮১	কোম্পানীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা কলেজ গেট, বসুরহাট উপজেলা- কোম্পানীগঞ্জ নোয়াখালী।	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী	মোঃ শহীদুল ইসলাম ০১৭৩৪৯২২২৬৩
৭৩.	৮২	সোনাগাজী উন্নয়ন এলাকা শহর উদ্দিন ভবন ডাকবাংলা, উপজেলা- সোনাগাজী, ফেনী।	সোনাগাজী	ফেনী	শান্তি রঞ্জন শীল ০১৮১৭২২৮৯৩৬
৭৪.	৮৫	চকোরিয়া উন্নয়ন এলাকা উপজেলা- চকোরিয়া, কক্সবাজার।	চকোরিয়া	কক্সবাজার	অশোক কুমার সুর ০১৭৪০৮৬১৬৬০
৭৫.	৮৭	গোপালগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- পাচুরিয়া ডাক+ উপজেলা - গোপালগঞ্জ সদর জেলা-গোপালগঞ্জ।	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	নীলিমা হালদার ০১৭১৬৫৯০৬৩৭
৭৬.	৯০	নবীনগর উন্নয়ন এলাকা জাহাঙ্গীর সজল ভবন (বেলজিয়াম ভবন) সরকারী কলেজ রোড, ডাক+ উপজেলা- নবীনগর, জেলা-বি. বাড়ীয়া।	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোঃ শাহনেওয়াজ (ZM) ০১৭৬২৩৪২৬৪২
৭৭.	৯১	গাজীপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- চান্দনা, ডাক- চান্দনা চৌরাস্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা- গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গাজীপুর সদর	গাজীপুর	মোঃ আবিদুল হক ০১৭১৪৫০৪৪৭২
৭৮.	৯৫	সিংড়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-মাদারীপুর, উপজেলা-সিংড়া, নাটোর।	সিংড়া	নাটোর	মোঃ মনিরুল ইসলাম ০১৭১৮৩৮১৭০৩
৭৯.	৯৬	ধুনট উন্নয়ন এলাকা উপজেলা- ধুনট সদর, বগুড়া	ধুনট	বগুড়া	মোঃ ইকবাল হোসেন ০১৭১৮৭০৮১৪১
৮০.	৯৭	ভাঙ্গুরা উন্নয়ন এলাকা মাস্টারপাড়া, ডাক+ উপজেলা - ভাঙ্গুরা পাবনা।	ভাঙ্গুরা	পাবনা	মোঃ মাহাবুর রহমান সরকার ০১৭২০৪৬৪৮২০
৮১.	১০০	মঠবাড়ীয়া উন্নয়ন এলাকা মঠবাড়ীয়া সদর, ডাক + উপজেলা মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর।	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর	মনি মোহন রায় ০১৭১৮৫৫৫৮৫২
৮২.	১১০	রাঙ্গামাটি সদর উন্নয়ন এলাকা বনরূপা মৈত্রী বিহার এলাকা, হাজি নুরুল হকের বাড়ি, ডাক+ উপজেলা + জেলা - রাঙ্গামাটি সদর।	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	মোঃ আব্দুস সালাম ০১৭৩৬৩৩৯৯২৬
৮৩.	১১৫	নাটোর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-উত্তর বড়গাছা হাফ রাস্তা ডাক+ উপজেলা- নাটোর সদর, নাটোর।	নাটোর সদর	নাটোর	মোঃ মোতাহার হোসেন ০১৭১৭৩৮৭৭৩৯
৮৪.	১১৭	নবাবগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা শুরগঞ্জ, উপজেলা- নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০।	নবাবগঞ্জ	ঢাকা	আলতাফ হোসেন (ZM) ০১৮৬৬৯৭৩৯৩১

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৮৫.	১১৮	সিরাজদিখান উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-সন্তোষপাড়া গোয়ালবাড়ী মোড় ডাক- রশুনীয়া উপজেলা- সিরাজদিখান, জেলা-মুন্সিগঞ্জ।	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ	মোঃ জহিরুল ইসলাম পলাশ ০১৭১২৬৯৪৯৩০
৮৬.	১২১	ফটিকছড়ি উন্নয়ন এলাকা ডাকবাংলা মোড়, উপজেলা - ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম ।	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন ০১৭১২৭২০১৫৬
৮৭.	১২৬	বিজয়নগর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-আমতলী, ডাক-চান্দুরা উপজেলা-বিজয়গনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	বিজয়নগর	বি-বাড়িয়া	মোঃ সেলিম মিয়া ০১৬৪৬২৫৮৭৭৮
৮৮.	১৩৮	গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকা বোর্ড বাজার, গাইবান্ধা সদর ডাক+ উপজেলা+জেলা-গাইবান্ধা।	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা	আনন্দ মোহন মিস্ত্রি (ZM) ০১৭৩০৯১৪২৩২
৮৯.	১৪০	ভোলাহাট উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- বড়গাছি, ডাক- বড়গাছি হাট উপজেলা - ভোলাহাট জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	চাপাইনবাবগঞ্জ	শাহীনুর ইসলাম (AM) ০১৭২৮৪৬০৫৮৮
৯০.	১৪১	কেরানীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা রামেরকান্দা দেওয়ানবাড়ী ডাক- রোহিতপুর, উপজেলা - কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা	আবু সাক্কার হোসেন ০১৭১৮৬১৬৯৯৪
৯১.	১৪২	লৌহজং উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-বড় নওপাড়া, শেখ মঞ্জিল ডাকঘর- হাটভোগদিয়া, উপজেলা- লৌহজং জেলা- মুন্সীগঞ্জ।	লৌহজং	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ আরিফুজ্জামান চৌধুরী ০১৯১৯৮৫৭৩৫২
৯২.	১৫৩	কয়রা উন্নয়ন এলাকা মদিনাবাদ কয়রা সদর থানার পিছনে, উপজেলা- কয়রা, জেলা- খুলনা।	কয়রা	খুলনা	অমর দাস ০১৩১৮৪৯৩৯২৮
৯৩.	১৫৮	খাগড়াছড়ি উন্নয়ন এলাকা (ইসলামি মাদ্রাসা সংলগ্ন) উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি।	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি	সুনয়ন চাকমা ০১৫৫৬৫৯৩৪৯০
৯৪.	১৫৯	মানিকছড়ি উন্নয়ন এলাকা মানিকছড়ি বাজার, ডাক+উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি।	মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি	মোঃ আবুল হোসেন ০১৭১৪৪৮৮৩২৬
৯৫.	১৬৫	ফরিদপুর সদর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-লাহিড়ীপাড়া সড়ক (গোয়ালচামট) ডাক-শ্রীঅঙ্গন, উপজেলা ও জেলা-ফরিদপুর।	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (বিএম) ০১৭১৬৪৪৪৫৩৫
৯৬.	১৭১	সীতাকুন্ডু উন্নয়ন এলাকা রহিম মঞ্জিল, কলেজ রোড মধ্য মহাদেবপুর, উপজেলা- সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।	সীতাকুন্ডু	চট্টগ্রাম	রঞ্জিত চন্দ্র দাস ০১৮৩২৬২১১৫৮
৯৭.	১৭২	ফেনী উন্নয়ন এলাকা দাউদপুর চৌধুরী বাড়ী, উপজেলা- ফেনী সদর, ফেনী।	ফেনী সদর	ফেনী	রফিকুল ইসলাম ০১৭১৬৮৪৯৮৭৯
৯৮.	১৮২	ভুজপুর উন্নয়ন এলাকা ডাক-নারায়নহাট, উপজেলা- ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	মোঃ দেলোয়ার হোসেন ০১৭২০৪৭৮১০৯

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৯৯.	১৮৯	ধামরাই সদর উন্নয়ন এলাকা বাসা # এ/৪৪, লাকুরিয়াপাড়া উপজেলা- ধামরাই সদর ধামরাই, ঢাকা।	ধামরাই	ঢাকা	মোঃ জিল্লুর রহমান বিশ্বাস ০১৭১৪৩৯০৫৮৬
১০০.	১৯০	রামগড় উন্নয়ন এলাকা মাস্টারপাড়া, ডাক+উপজেলা- রামগড় জেলা- খাগড়াছড়ি।	রামগড়	খাগড়াছড়ি	সুজিত দেব রায় ০১৮৩৯৫৮২০৪৩
১০১.	১৯১	পদ্মা উন্নয়ন এলাকা স্কুল রোড, হলদিয়া বাজার ডাক-হলদিয়া, উপজেলা- লৌহজং জেলা- মুন্সীগঞ্জ।	লৌহজং	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ নজরুল ইসলাম ০১৯৩৪৩০৭৩১২
১০২.	১৯২	মাটিরাঙা উন্নয়ন এলাকা চৌধুরীপাড়া, মাটিরাঙা বাজার উপজেলা-মাটিরাঙা, খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙা	খাগড়াছড়ি	রনজিৎ কুমার সানা ০১৫৩১১৩০৪০০
১০৩.	১৯৩	নাজিরহাট উন্নয়ন এলাকা কামাল চৌধুরী ম্যানশন (২য় তলা) ঝংকার, ডাক-নাজিরহাট, উপজেলা- ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	ওয়াহিদুর রহমান ০১৭৮৪২৯৫৫৩৩
১০৪.	১৯৪	আবাদপুকুর উন্নয়ন এলাকা ছাত্তার ভবন (৩য় তলা, একটেল টাওয়ার) ডাক-আবাদপুকুর বাজার উপজেলা-রানীনগর, জেলা-নওগাঁ।	রানীনগর	নওগাঁ	মোঃ জেকের আলী ০১৭৯১৪০২৫৯০
১০৫.	১৯৫	বুড়িগঙ্গা উন্নয়ন এলাকা আটিবাজার সিএনজি স্ট্যান্ড আটিবাজার, উপজেলা- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা	মোঃ আব্দুস সোবহান ০১৭৮৫৯৯৩৫৫৪
১০৬.	১৯৬	টেকেরহাট উন্নয়ন এলাকা গোডাউন রোড, টেকেরহাট উত্তরপাড় ডাক- রাঘদি, উপজেলা- মুকসুদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ।	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	অমল চন্দ্র মন্ডল ০১৭১৬৯৫১৬২১
১০৭.	১৯৭	চরভদ্রাসন উন্নয়ন এলাকা তারা মিয়া মঞ্জিল (২য় তলা),বি.এস. ডাঙ্গী ডাক ও উপজেলা-চরভদ্রাসন জেলা-ফরিদপুর।	চরভদ্রাসন	ফরিদপুর	পরিতোষ কুমার রায় ০১৭০৩৭১৫৯৩৯
১০৮.	১৯৮	মুক্তাঙ্গন উন্নয়ন এলাকা মেঘুলা বাজার,জাহাঙ্গীর মার্কেট (২য় তলা) ডাক- মেঘুলা, উপজেলা-দোহার জেলা-ঢাকা।	দোহার	ঢাকা	মোঃ মানিক হোসেন ০১৭১৭১১৩৭৯৬
১০৯.	১৯৯	মোহনা উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-চরকুশাই (খান বাজার) ডাক-জামালচর, উপজেলা- দোহার, ঢাকা।	দোহার	ঢাকা	সুকুমার সন্যাসী ০১৭১৯৬৭৯৭১৪
১১০.	২০০	মস্তফাপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম+ডাক- মস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড উপজেলা ও জেলা-মাদারীপুর।	মাদারীপুর সদর ও রাজৈর	মাদারীপুর	লক্ষণ চন্দ্র দাস ০১৭৩২০১১৯৮৯
১১১.	২০১	রাজানগর উন্নয়ন এলাকা শেখেরনগর বাজার, ডাক-শেখেরনগর উপজেলা-সিরাজদিখান জেলা-মুন্সীগঞ্জ।	সিরাজদিখান	মুন্সীগঞ্জ	গোলাম মোস্তফা ০১৮১৭৩১৩৬৭৬

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১১২.	২০২	বিক্রমপুর উন্নয়ন এলাকা ডাকঘর-হাসারা বাজার উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সীগঞ্জ।	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭১২৫৯৯৫৩২
১১৩.	২০৩	ইছামতি উন্নয়ন এলাকা আগলাবাজার, আলী উদ্দিন সুপার মার্কেট ডাক-আগলা, উপজেলা-নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ।	নবাবগঞ্জ	ঢাকা	দেলোয়ার হেসেন ০১৭১৬১২৯৪০৯
১১৪.	২০৪	শিকারীপাড়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-সাংকরদিয়া, ডাক-শিকারীপাড়া উপজেলা- নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	নবাবগঞ্জ	ঢাকা	বিধান কুমার লস্কর ০১৯৮২৭৬৫৩৬১
১১৫.	২০৫	রাজাবাড়ীহাট উন্নয়ন কেন্দ্র গ্রাম+ডাক- বিজয়নগর উপজেলা- গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	গোদাগাড়ী	রাজশাহী	কালাচাঁদ সুশীল ০১৮২০৩৬৫৪১৫
১১৬.	২০৬	চলনবিল পশ্চিম (সিংড়া) উন্নয়ন এলাকা ডাক-হাতিয়ান্দা, উপজেলা-সিংড়া, নাটোর	সিংড়া	নাটোর	মোঃ রজাউল করিম ০১৭১৫২১০০৫০
১১৭.	২০৭	ফরিদপুর (পাবনা) উন্নয়ন এলাকা ডাক+ উপজেলা-ফরিদপুর জেলা-পাবনা।	ফরিদপুর	পাবনা	মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭৭০৬৬৪১৭৯
১১৮.	২০৮	কামতা উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-কামতা, ডাক- কৈট্টা উপজেলা- সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	কামরুল হাসান (BM) ০১৭৪৬২৫০৭৬৫
১১৯.	২০৯	কাপ্তাই উন্নয়ন এলাকা আল এমারত শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা) লিচু বাগান, কাপ্তাই, উপজেলা- রাঙ্গুনিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।	রাঙ্গুনিয়া	চট্টগ্রাম	মোঃ ফজলুল হক ০১৭৬৪৩৩৮৯২৫
১২০.	২১০	চলনবিল পূর্ব (সিংড়া) উন্নয়ন এলাকা ডাক-হাতিয়ান্দা, উপজেলা-সিংড়া নাটোর	সিংড়া	নাটোর	মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭১৮৩৭৯৩৩১
১২১.	২১১	টঙ্গীবাড়ী উন্নয়ন এলাকা বালিগাঁও বাজার, উপজেলা- টঙ্গীবাড়ী মুন্সিগঞ্জ।	টঙ্গীবাড়ী	মুন্সিগঞ্জ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম ০১৭১৮৫৮১২৪৯
১২২.	২১২	ফুলছড়ি উন্নয়ন এলাকা গুনভরি রোড, কালীর বাজার, উপজেলা- ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।	ফুলছড়ি	গাইবান্ধা	শামসুল আলম ০১৭৩১৪৪৯৭২৬
১২৩.	২১৩	মহানন্দা উন্নয়ন এলাকা বালুগ্রাম বাজার, ডাকঘর- বালুগ্রাম উপজেলা- সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মোঃ এনামুল হক ০১৭৮০০৩০৬৮৬
১২৪.	২১৪	সীমান্ত (শিবগঞ্জ) উন্নয়ন এলাকা চৌকা মনাকষা, ডাক-মনাকষা, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	উজ্জ্বল কুমার দত্ত ০১৭২০৯৯৮৬৫৬
১২৫.	২১৫	বরেন্দ্র নাচোল উন্নয়ন এলাকা নিজামপুর (গ্রামীন ব্যাংকের পাশে), ডাক-হাট বাকইল, উপজেলা- নাচোল জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ওয়াহাব আলী মাতুব্বর ০১৭১৪৮৬৫৪২৬
১২৬.	২১৬	ভাগ্যকূল উন্নয়ন এলাকা বালাশূর মোল্লা মার্কেট, উপজেলা- শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ।	শ্রীনগর	মুন্সিগঞ্জ	মোঃ জুলহাস মিয়া ০১৭১৭৩২৩২৯০

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১২৭.	২১৭	উপকূল (বাশখালী) উন্নয়ন এলাকা গুনাগরী খাসমহল, জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর বিল্ডিং, পোঃ গুনাগরী বাজার, উপজেলা- বাঁশখালী,জেলা- চট্টগ্রাম।	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	মোঃ আসাদুজ্জামান ০১৭০৪৫৬৯৪৪৩
১২৮.	২১৮	দুর্গাপুর উন্নয়ন এলাকা ডাক+উপজেলা- দূর্গাপুর, রাজশাহী।	দূর্গাপুর	রাজশাহী	মোঃ জিল্লুর রহমান ০১৭১২৯৯০৬৮৩
১২৯.	২১৯	বাঙ্গরা (মুরাদনগর) উন্নয়ন এলাকা বাঙ্গরা বাজার, উপজেলা- মুরাদনগর, কুমিল্লা	মুরাদনগর	কুমিল্লা	মোঃ নাজমুল করিম ০১৯১৫৮৪৩৭৮৫
১৩০.	২২০	শিবপুর (নবীনগর) উন্নয়ন এলাকা শিবপুর, উপজেলা- নবীনগর, বি-বাড়ীয়া	নবীনগর	বি-বাড়ীয়া	সন্তোষ চন্দ্র সরকার ০১৭১২০৯৭৭৩৫
১৩১.	২২১	বড়াইগ্রাম উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- চৌগ্রাম, পো+উপজেলা - সিংড়া জেলা- নাটোর।	সিংড়া	নাটোর	আকরাম হোসেন ০১৭৩২৭৫৯৭৯৪
১৩২.	২২২	বাটিকামারী উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক- বাটিকামারী উপজেলা-মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	সুনীল চন্দ্র ০১৭১২৫৬৭৩৫৫

১০.৩ প্রশিকা সীড অফিসসমূহ

ক্র. নং	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১৩৩.	৮৯০.০৩	ডবলমুরিং এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট মিস্ত্রিপাড়া, মধুর বাড়ী, থানা- ডবলমুরিং জেলা- চট্টগ্রাম।	ডবলমুরিং	চট্টগ্রাম	মোঃ আসাদুজ্জামান খান ০১৭৬০৯১০২০১
১৩৪.	৮৯০.০৪	নারায়নগঞ্জ এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট বি.বি রোড, উপজেলা+জেলা: নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	প্রবীর কৃষ্ণ বিশ্বাস ০১৭৫১৬৬৫২১৭
১৩৫.	৮৯০.০৬	ময়মনসিংহ এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট আকুয়া, চৌরঙ্গী রোড উপজেলা+জেলা: ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সুবীর কুমার বিশ্বাস ০১৭১৬৮২৭৪৮২
১৩৬.	৮৯০.০৮	রাজশাহী এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট শাল বাগান, সফুরা উপজেলা+জেলা: রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী	সম্ভু চাঁন সাহা ০১৭১৮৭৪৩৮১৬
১৩৭.	৮৯০.১১	সুত্রাপুর এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট থানা- নবাবপুর, ঢাকা।	নবাবপুর	ঢাকা	মোঃ সাইফুজ্জামান খান ০১৯২০৭৯০৬৫১
১৩৮.	৮৯০.১২	মিরপুর এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩-২১৪, জনতা হাউজিং, শাহআলী বাগ মিরপুর, ঢাকা।	মিরপুর	ঢাকা	মোঃ এমদাদ আলী (ডিজিএম) ০১৭২৬৬২৫০৪৩
১৩৯.	৮৯০.১৬	বহদ্দারহাট এরিয়া অফিস প্রশিকা সীড ট্রাস্ট শোলক বহর, থানা- পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।	পাঁচলাইশ	চট্টগ্রাম	বাদল চন্দ্র দাস ০১৭১২৯৯৩৫০৬

১০.৪ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থাপনার ঠিকানা

ক্রম.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১.	৪	ধামরাই তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- শাহাবেলীস্বর ডাক-বেলীস্বর, উপজেলা- ধামরাই, ঢাকা।	ধামরাই	ঢাকা	সিদ্দিক মিয়া ০১৭১২৭৬২৯৮১ ০১৭১৪৫৬৬২৭৯
২.	৫	মেহেন্দিগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক- উলানিয়া, উপজেলা- মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	বরিশাল	মোঃ ছালাম ০১৭৬৮৬৪৩৫৩
৩.	৬	ভোলা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা- ভোলা সদর, জেলা: ভোলা।	ভোলা সদর	বরিশাল	রুহুল আমীন ০১৭২৫৭৭৬৮১৩
৪.	৭	কামতা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-কামতা, ডাক- কৈট্টা, উপজেলা- সাটুরিয়া মানিকগঞ্জ।	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	শাহীনুর রহমান (ZM) ০১৭১৫৯৫৫৫৭৬
৫.	৮	মাদারীপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দরগাখোলা রোড, ডাক-মাদারীপুর উপজেলা+জেলা- মাদারীপুর।	মাদারীপুর	মাদারীপুর	ডেইজী আফরোজ ০১৭১৭১১১৭২৫
৬.	৯	ভৈরব তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক- কালিকাপ্রসাদ, উপজেলা- ভৈরব কিশোরগঞ্জ।	ভৈরব	কিশোরগঞ্জ	মোঃ মিজানুর রহমান ০১৭১১২২৭০৩৩
৭.	১০	কালকিনি তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভুরঘাটা, ডাক+ উপজেলা- কালকিনি মাদারীপুর।	কালকিনি	মাদারীপুর	মোঃ কাজী কামাল উদ্দিন ০১৭৬৭৪৩০৩৫৪
৮.	১১	কালিয়াকৈর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-কালিয়াকৈর গাজীপুর।	কালিয়াকৈর	গাজীপুর	তোফায়েল আহমেদ ০১৭১০৯৭৩৬৫০
৯.	১২	ঘিওর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাকঘর+উপজেলা- ঘিওর, মানিকগঞ্জ।	ঘিওর	মানিকগঞ্জ	ফাহমিদা খাতুন ০১৭১৭১৫২৫০২ ০১৭১৯৯৫৫৭৮৯
১০.	১৩	বরিশাল তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক-কাশিপুর, উপজেলা+জেলা- বরিশাল।	বরিশাল সদর	বরিশাল	মোঃ শাহ জাহান সিরাজ ০১৭৪৭৫০৭০৫৭
১১.	১৪	মির্জাপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-খলিয়াজানী, উপজেলা- মির্জাপুর, টাংগাইল।	মির্জাপুর	টাংগাইল	আনিসুল হক- বিএম ০১৭৬৮৪৮১৮৫০
১২.	১৫	গাবতলী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+উপজেলা-গাবতলী, বগুড়া।	গাবতলী	বগুড়া	শাহীনুর রহমান ০১৭২৮৪৬০৫৮৮
১৩.	১৬	ডোমার তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- চিকন মাটি, ডাক+ উপজেলা- ডোমার জেলা-নীলফামারী।	ডোমার	নীলফামারী	আলহাজ উদ্দিন (ZM) ০১৭১৬৬৩৫৭৭৬
১৪.	১৭	নাগরপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+উপজেলা- নাগরপুর, টাংগাইল।	নাগরপুর	টাঙ্গাইল	মোশাররফ হোসেন ০১৭১২১১৬৬৩৫
১৫.	১৮	শ্রীনগর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- দেউলভোগ, গোল্ডেন সিটি ডাকঘর- ষোলঘর, উপজেলা- শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ আনোয়ার হোসেন ০১৯৬৩৩০৭৮০১
১৬.	২০	মদন তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা- মদন, নেত্রকোণা	মদন	নেত্রকোণা	মাহবুব-উল-আলম ০১৭২৪৯০২৫২৬

ক্রম.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১৭.	২১	শিবগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-শিবগঞ্জ, বগুড়া।	শিবগঞ্জ	বগুড়া	শাহীনুর রহমান লিটন ০১৭২৮৪৬০৫৮৮
১৮.	২২	শ্রীপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-মাওনা, উপজেলা-শ্রীপুর, গাজীপুর।	শ্রীপুর	গাজীপুর	শফিক আহমেদ ০১৭৮৯৯২৪৫৫০
১৯.	২৪	নড়াইল তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-নড়াইল, নড়াইল।	নড়াইল সদর	নড়াইল	শেখ রবিউল ইসলাম ০১৭১৬৩৫৩২৬৭
২০.	২৬	নাসিরনগর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম+ডাক+ উপজেলা- নাসিরনগর বি.বাড়ীয়া।	নাসিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	অনুপ কুমার সাহা ০১৭১৭৪৯৩১৩৯
২১.	২৭	রামগতি তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-চর আলেকজান্ডার ডাক- উপজেলা- রামগতি, নোয়াখালী।	রামগতি	নোয়াখালী	ওমর ফারুক (CT) ০১৯১৭১২৬৬১৪
২২.	২৮	হরিরামপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম+পো- দিয়াবাড়ী উপজেলা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ	লিয়াকত আলী ০১৭১১৪০৮৬১০
২৩.	২৯	কুলিয়ারচর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- দ্বারিয়াকান্দি, পোঃ- ছয়সুতি উপজেলা-কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।	কুলিয়ারচর	কিশোরগঞ্জ	সৈয়দা নাছিমা বেগম ০১৭১৮৮১৪৬২০
২৪.	৩০	পাকুন্দিয়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা- পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।	পাকুন্দিয়া	কিশোরগঞ্জ	জাহানারা খাতুন ০১৭৩১৩৩১২১২৫
২৫.	৩১	আটপাড়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+উপজেলা- আটপাড়া, নেত্রকোনা	আটপাড়া	নেত্রকোণা	খন্দকার আতাউর রহমান ০১৯২৮০৬০৫৯০
২৬.	৩২	গৌরনদী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা- গৌরনদী, বরিশাল।	গৌরনদী	বরিশাল	মোঃ এনামুল হক শমীম ০১৭১৭৭৪৫৮২৪
২৭.	৩৩	ভাংগা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- হোগলাডাঙ্গী, সদরদী ডাক+উপজেলা- ভাংগা, জেলা-ফরিদপুর	ভাংগা	ফরিদপুর	মোঃ মোকাদ্দেস আলী ০১৭১২৪৮৮৩৩৭
২৮.	৩৪	সিংগাইর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা-সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ	মোঃ মহিদুল ইসলাম ০১৭১৮৪০৯১৮২
২৯.	৩৫	মুকসুদপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক-বাটিকামারী উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ।	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	মোঃ ইয়াকুব আলী ০১৭৩৩৬৯৯৩৩৪
৩০.	৩৬	হাতিয়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা-হাতিয়া, নোয়াখালী।	হাতিয়া	নোয়াখালী	মনজুরুল হক খান ০১৭২১৩৪৫৫৩৩
৩১.	৩৭	উলিপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা-উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	উলিপুর	কুড়িগ্রাম	রিজওয়ানুস শামীম রাজিব ০১৭১৬৭৫৭৩৫০
৩২.	৩৮	দেবীগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা- দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়	আলহাজ উদ্দিন (ZM) ০১৭১৬৬৩৫৭৭৬
৩৩.	৩৯	উজিরপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা- উজিরপুর, বরিশাল।	উজিরপুর	বরিশাল	মোঃ শাহ জাহান সিরাজ ০১৭৪৭৫০৭০৫৭
৩৪.	৪১	হোসেনপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।	হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ	মাজহারুল ইসলাম সোহাগ (BM) ০১৭৬৮৫৯৭৯৯০

ক্রম.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৩৫.	৪২	দৌলতপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-চক মিরপুর, উপজেলা- দৌলতপুর মানিকগঞ্জ।	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ	মোঃ এনামুল হক ০১৭১৮৮৫৬১৯০
৩৬.	৪৩	দেলদুয়ার তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা- দেলদুয়ার, টাংগাইল।	দেলদুয়ার	টাংগাইল	রাশেদা পারভীন ঝর্ণা (BM) ০১৭৩১৪২০০০৭
৩৭.	৪৪	মিঠামইন তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম+পো+ উপজেলা- মিঠামইন সদর কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	আবুল কালাম আজাদ ০১৭২০৪৪৭৭৭৭
৩৮.	৪৫	বাসাইল তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা- বাসাইল, টাঙ্গাইল।	বাসাইল	টাঙ্গাইল	সাফায়েত হোসেন ০১৭২৫৭২০৯২৭
৩৯.	৪৬	সখিপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পোঃ + উপজেলা- সখিপুর, টাঙ্গাইল।	সখিপুর	টাঙ্গাইল	মোঃ রতন মিয়া ০১৭১৮৭৫৪২২৫
৪০.	৪৭	রায়গঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা- রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	রাবেয়া আক্তার ০১৭২৬৯৩১৯৬৭
৪১.	৪৮	ভালুকা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা- ভালুকা, ময়মনসিংহ।	ভালুকা	ময়মনসিংহ	তাজেম আলী (বিএম) ০১৮৭৫০০৫৪৪৫
৪২.	৪৯	বোরহারউদ্দিন তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা- বোরহানউদ্দিন, ভোলা।	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	আবুল মালেক ০১৭২৪১৮৪৮৭৮
৪৩.	৫০	পলাশবাড়ী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা- পলাশবাড়ী, গাইবান্দা।	পলাশবাড়ী	গাইবান্ধা	সিদ্দিকুল আলম মৃধা ০১৭১৬০৪০৯৭৪
৪৪.	৫১	নওগাঁ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা-নওগাঁ সদর, নওগাঁ।	নওগাঁ সদর	নওগাঁ	আনোয়ার হোসেন ০১৭১২৩৮৮০৩৩
৪৫.	৫২	বাঘারপাড়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা- বাঘারপাড়া, যশোর।	বাঘারপাড়া	যশোর	শেখ রবিউল ইসলাম ০১৭১৬৩৫৩২১৭
৪৬.	৫৩	বাঁশখালী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা বাজার, উপজেলা- বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	সজল চন্দ্র দেবনাথ ০১৯২৫০১৪১৪০
৪৭.	৫৪	শিবালয় তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-শিবালয়, মানিকগঞ্জ।	শিবালয়	মানিকগঞ্জ	আবুল কালাম আজাদ ০১৭৪২৪৫২৬৯
৪৮.	৫৬	আগৈলঝরা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক+ উপজেলা-আগৈলঝরা, বরিশাল।	আগৈলঝরা	বরিশাল	মোঃ এনামূল হক শামীম (ZM) ০১৭১৭৭৪৫৮২৪
৪৯.	৬৬	সদরপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- সাড়ে সাতরশি, ডাক+ উপজেলা- সদরপুর, জেলা- ফরিদপুর।	সদরপুর	ফরিদপুর	আরব আলী ০১৭১৯৯০৮৬৪২
৫০.	৬৭	বাবুগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহমতপুর, উপজেলা- বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	বাবুগঞ্জ	বরিশাল	এ.এস.এম জসিম উদ্দিন ০১৭৬২২১৭৪৬
৫১.	৭০	বাজিতপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থানা রোড, ডাক ও উপজেলা- বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	মোঃ মোশাররফ হোসেন ০১৭১৭৯৪৪৭৬৯
৫২.	৮৭	গোপালগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-পাচুরিয়া, ডাক+ উপজেলা- গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ।	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	নীলিমা হালদার ০১৭১৬৫৯০৬৩৭
৫৩.	৮৮	শাহজাদপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ।	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ	আব্দুর রশিদ ০১৭১৬০৩৯০১৭

ক্রম.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৫৪.	৯৭	ভাঙ্গুরা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাস্টারপাড়া, ডাক+ উপজেলা- ভাঙ্গুরা, পাবনা।	ভাঙ্গুরা	পাবনা	মোঃ মাহাবুর রহমান সরকার ০১৭২০৪৬৪৮২০
৫৫.	২.০৩	আরএইচআরডিসি ময়মনসিংহ ৩৭, ব্রাহ্মপল্লী, ময়মনসিংহ সদর ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মোঃ শাহ জাহান মোল্লা ০১৭৩৩৫১৩৬৩৩ ০১৯৭৩৫১৩৬৩৩
৫৬.	৯০০.৩১	প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার উপজেলা- মিঠাপুকুর, রংপুর।	মিঠাপুকুর	রংপুর	মোঃ ওমর আলী (GM) ০১৭১৪০৯২০৭৮
৫৭.	৯০০.২১	প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার উপজেলা- সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম	মোঃ মোরশেদুল ইসলাম ০১৯১৪৩৩০৮৪৩
৫৮.	৮৮৪.০১	চিংড়ি হ্যাচারী, শিরোমনি উপজেলা- ফুলতলা, খুলনা	ফুলতলা	খুলনা	--
৫৯.	৮৮৫.০১	কার্প হ্যাচারী, জায়গীর, উপজেলা- মিঠাপুকুর, রংপুর	মিঠাপুকুর	রংপুর	মোঃ ওমর আলী (GM) ০১৭১৪০৯২০৭৮
৬০.	২.০০	এইচআরডিসি কৈট্টা উপজেলা- সাটুরিয়া মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	--
৬১.	১.০০	প্রশিকা ভবন আই/১-গ, সেকশন-২ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।	রূপনগর	ঢাকা	--

১০.৫ অডিট রিপোর্ট (অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯)

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Financial Position
As at June 30, 2020

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2020	30-06-2019
Properties & Assets			
A. Non-Current Assets		**1,112,811,813**	**1,114,480,209**
Property, Plant & Equipment	6	1,111,269,063	1,112,937,459
Long Term Investments (FDR)	7	1,542,750	1,542,750
B. Current Assets		**3,997,454,283**	**3,107,741,946**
Loan to Group Members	8	3,413,521,017	2,613,339,880
Other Loan (Short Term)	9	70,184,176	159,429,708
Accounts Receivable	10	19,560,127	19,560,127
Advance, Deposits & Prepayments	11	431,381,226	309,628,885
Stamp in Hand		-	160
Cash & Cash Equivalent	12	62,807,737	5,783,186
Total Properties & Assets (A+B)		**5,110,266,096**	**4,222,222,155**
Capital Fund & Liabilities			
C. Capital Fund		**(1,039,827,147)**	**(1,043,948,555)**
Cumulative Surplus	13	(1,039,827,147)	(1,043,948,555)
D. Non-Current Liabilities		**957,023,648**	**957,023,648**
Loan from PKSF	14	752,166,647	752,166,647
Loan from Other (Long Term)	15	204,238,694	204,238,694
Loan from Commercial Banks (Long Term)	16	618,307	618,307
E. Current Liabilities		**5,193,069,595**	**4,309,147,061**
Members Savings Deposits	17	3,502,089,926	2,599,826,584
Accounts Payable	18	60,932,226	45,460,578
Loan Loss Provision	19	64,936,840	49,729,474
Payable to SWF	20	590,140,217	581,635,182
Interest Payable	21	141,676,586	141,676,586
Loans & Liabilities	22	244,575,425	341,987,064
Security & Other Deposits	23	275,661,972	271,234,725
Compensation Fund	24	142,239,476	132,274,308
Loan Insurance	25	170,816,927	145,322,560
Total Capital Fund & Liabilities (C+D+E)		**5,110,266,096**	**4,222,222,155**

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes

Chief Financial Officer (CFO) **Chief Executive Officer (CEO)**

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated; Dhaka
November 10, 2020

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2020

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2020	30-06-2019
Income			
Service Charges on Loan	27	619,811,563	503,016,011
Bank Interest		318,197	64,725
Sales of Project Form	28	1,069,045	917,161
Sale of Pass Book	29	934,553	841,549
Other Income	30	1,453,113	668,467
Total Income		623,586,471	505,507,913
Expenditure			
Interest on Members Savings		141,780,698	108,836,397
Salaries & Allowances		400,422,021	331,383,986
Incentive to Staff		10,510,170	4,238,948
Office Rent		7,281,935	6,558,157
Printing & Stationary	41	5,021,839	2,592,212
Travel Transport		15,374,450	18,701,273
Travel Perdium		1,418,367	1,237,855
Telephone & Postage	42	3,133,016	3,201,886
Repair & Renewals		1,294,240	3,043,853
Office Maintenance	43	1,879,752	934,636
Gas & Electricity Bill		47,700	28,100
Hospitality		2,110,689	2,297,199
Audit Fees		115,000	360,000
Land Rates & Taxes		1,400,180	1,266,504
Newspaper & Periodicals		265,897	258,308
Bank Charges/ DD Charges		435,162	318,578
Training Expenses	44	768,711	2,176,804
Vehicle Maintenance	45	161,900	116,200
Registration Fee		230,000	3,000
Utilities		2,216,405	1,876,908
Covid-19 Relief Distribution		1,069,620	-
Other Operating Expenses	47	1,047,128	4,074,080
Loan Loss Provision	19	15,207,366	10,749,076
Depreciation	6	6,272,818	5,952,859
Total Expenditure		**619,465,064**	**510,206,820**
Excess/(Deficit) of Income over Expenditure		4,121,407	(4,698,907)
Grand Total		623,586,471	505,507,913

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes

Chief Financial Officer (CFO) — Chief Executive Officer (CEO)

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated: Dhaka
November 10, 2020

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Receipts & Payments
For the year ended June 30, 2020

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2020	30-06-2019
Opening Balance		5,783,346	4,689,293
Cash in Hand	12	1,511,462	1,094,084
Cash at Bank	12	4,271,724	3,595,209
Stamp in Hand		160	-
Receipts		6,423,754,224	5,435,510,765
Current Account	26	7,872,949	4,478,338
Service Charges on Loan	27	619,811,563	503,016,011
Bank Interest		318,197	64,725
Sale of Project form	28	1,069,045	917,161
Sale of Pass book	29	934,553	841,549
Others Income	30	1,453,113	668,467
Loan Realization	8	4,043,136,541	3,528,963,687
Loan Insurance Premium	25	44,077,973	40,387,881
Savings Deposits	31	1,690,914,245	1,329,360,778
Advances	32	635,370	4,670,120
Loans & Other Deposits	33	4,104,713	4,699,815
Other Payables	34	279,873	-
Misc. & Other Deposits	35	2,627,247	3,238,603
Payable to Staff Welfare Fund	36	6,518,842	14,203,630
Total Receipts		6,429,537,570	5,440,200,058
Payments		6,366,729,833	5,434,416,712
Loan Disbursements	8	4,843,317,678	4,299,630,500
Current Account	1	125,249,392	15,202,452
Savings Withdrawal	37	857,519,568	679,247,956
Dividend on Groups Savings	38	44,473,294	15,347,221
Salaries & Allowances	39	389,432,953	331,383,986
Incentive to Staff	40	8,731,413	4,238,948
Office Rent		7,281,935	6,558,157
Printing & Stationary	41	5,021,839	2,592,212
Travel Transport		15,374,450	18,701,273
Travel Perdium		1,418,367	1,237,855
Telephone & Postage	42	3,133,016	3,201,886
Repair & Renewals		1,294,240	3,043,853
Office Maintenance	43	1,879,752	934,636
Gas & Electricity Bill		47,700	28,100
Hospitality		2,110,689	2,297,199
Newspaper & Periodicals		265,897	258,308
Bank Charges/ DD Charges		435,162	318,578
Audit Fees		115,000	360,000
Land Rates & Taxes		1,400,180	1,266,504
Training Expenses	44	768,711	2,176,804

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Receipts & Payments
For the year ended June 30, 2020

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2020	30-06-2019
Vehicle Maintenance	45	161,900	116,200
Registration Fee		230,000	3,000
Compensation Paid	46	20,380,123	19,504,795
Utilities		2,216,405	1,876,908
Covid-19 Relief Distribution		1,069,620	-
Other Operating Expenses	47	1,047,128	4,074,080
Land Development		-	53,370
Office Building		224,739	203,925
Furniture & Fixture	48	2,516,777	1,061,816
Office Equipment	49	1,862,906	1,221,124
Advances	50	3,211,268	1,158,184
Loans & Others	51	12,270,820	13,572,139
Payable to SWF & Others	52	12,266,909	3,544,743
Closing Balance		62,807,737	5,783,346
Stamp In Hand		-	160
Cash in Hand	12	1,834,944	1,511,462
Cash at Bank	12	60,972,793	4,271,724
Total Payments		6,429,537,570	5,440,200,058

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes

Chief Financial Officer (CFO)

Chief Executive Officer (CEO)

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated; Dhaka
November 10, 2020

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT AND SAVINGS SERVICES (MCSS)
Statement of Cash Flows
For the year ended June 30, 2020

(Amount in Taka)

Particulars	30-06-2019	30-06-2018
A. Cash Flow from Operating Activities		
Excess/(Deficit) of Income over Expenditure	4,121,407	(4,698,907)
Add: Amount Considered as Non-Cash Items:		
Depreciation	6,272,818	5,952,859
Disposal of Assets	-	-
Sub-Total	**6,272,818**	**5,952,859**
Outstanding Loan to Groups	(800,181,137)	(770,666,812)
Decrease/(Increase) in Net Current Assets	(32,506,808)	(20,784,477)
Increase/(Decrease) in Net Current Liabilities	(18,340,808)	64,810,546
Sub-Total	**(851,028,754)**	**(726,640,744)**
Total Cash used in Operating Activities	**(840,634,529)**	**(725,386,791)**
B. Cash Flow from Investing Activities		
Acquisition of Property, Plant & Equipment	(4,604,422)	(2,540,235)
Sale of Fixed Assets	-	-
Net Cash used in Investing Activities	**(4,604,422)**	**(2,540,235)**
C. Cash Flow from Financing Activities		
Loan Received	-	-
Group Savings	902,263,342	729,020,920
Capital Fund Increased	-	-
Net Cash Flow in Financial Activities	**902,263,342**	**729,020,920**
Net Cash Flow Increase/(Decrease) during the year	**57,024,391**	**1,093,894**
Opening Balance as at July 01, 2019	**5,783,346**	**4,689,293**
Closing Balance as at June 30, 2020	**62,807,737**	**5,783,346**

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes.

Chief Financial Officer (CFO) **Chief Executive Officer (CEO)**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated; Dhaka
November 10, 2020

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

প্রধান কার্যালয়
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : +৮৮০১৮৮৮০০০২৮৫- ৬
ওয়েব : www.proshikabd.com
ই-মেইল : proshika.muk.acfhd@gmail.com
pmuk@proshikabd.com